ত্রৈমাসিক

786/92

ঃ সুন্নী জগৎ ঃ

Vol-6, Isue No 1, Feb 2011
৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা ঃ হাদিয়া ১৫ টাকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

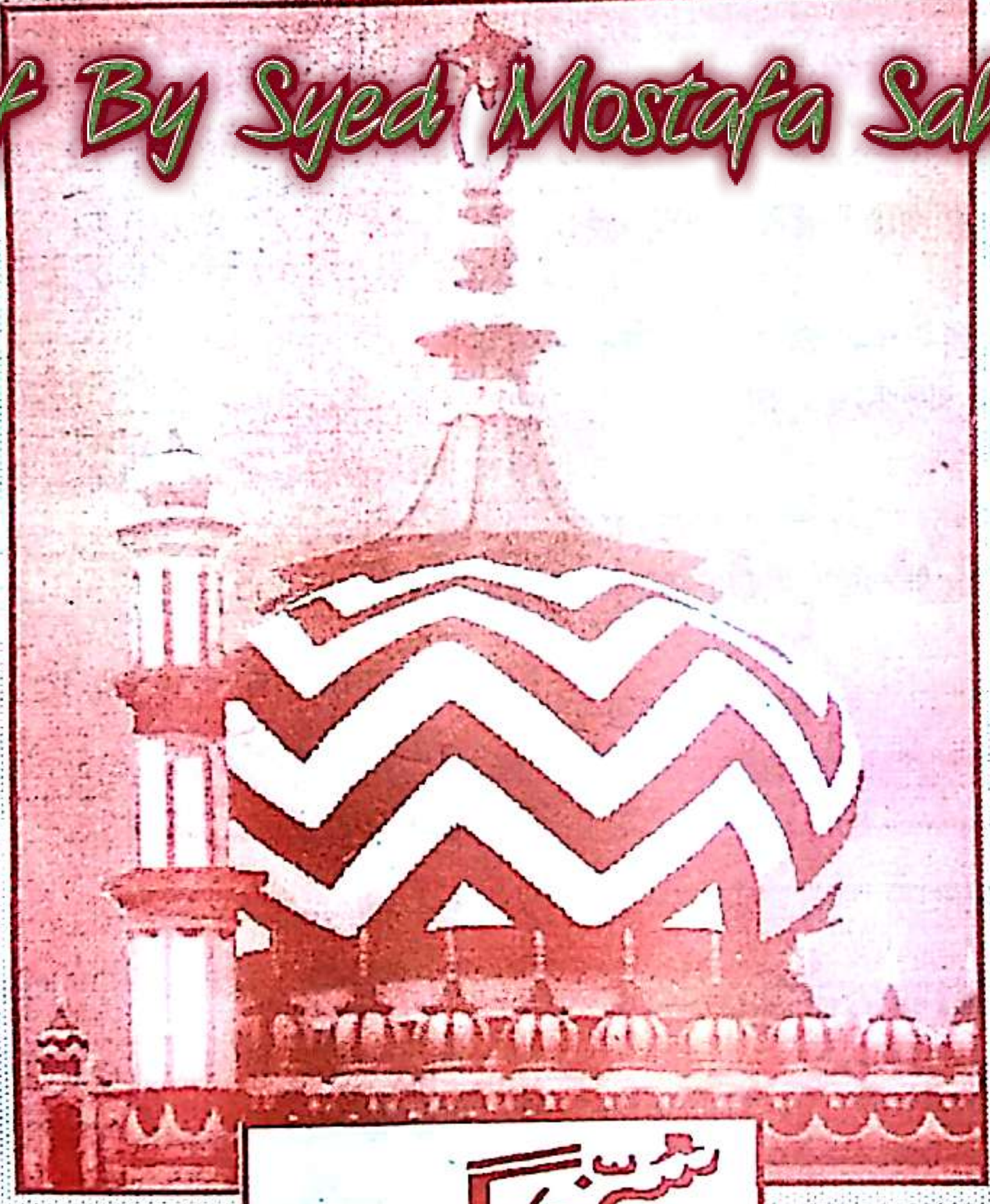

সুন্নী জগৎ

SUNNI-JAGAT

سنی جگت

শিক্ষা, ধর্ম, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

সুন্নী জগৎ

SUNNI JAGAT PATRIKA

অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়ামের পরিচালনায়

মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র

-ঃ ফয়জে রুহানী ঃ-

গাওসুল আজম হজরত বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হজরত শাইখ আহমাদ সিরহান্দি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আজম আলা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

-ঃ সারপরাস্ত ঃ-

আল্লামা তাওসিফ রেজা খান

বেরলবী–

মাদ্দাজিল্লাহুল আলী

বেরেলী শরীফ, উত্তর প্রদেশ

-ঃ কালামে রাজা ঃ-

نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا
لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا
آہ وہ آنکھ کہ ناکامِ تمنا ہی رہی
دل ہے وہ دل جو تری یاد سے معمور رہا
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام
اور تم پر مرے آقا کی عنایت نہ سہی
آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
اف رے منکر یہ بڑھا جوشِ تعصب آخر
جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے
ساتھ ہی منشیِ رحمت کا قلمدان گیا
میرے مولیٰ میرے آقا ترے قربان گیا
ہائے وہ دل جو ترے در سے پُر ارمان گیا
سر وہ سر ہے جو ترے قدموں پہ قربان گیا
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا
نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا
بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا
تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ

শিক্ষা ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

৫ম বর্ষ ঃঃ ৩ সংখ্যা

রবিউল আওয়াল ১৪৩২ হিজরী, ফেব্রুয়ারী–২০১১, ফাল্গুন ১৪১৭

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ঃ–
সাইখুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব
মোবাইল নং–৯৪৩৪৫৮৩৪৬০
সহ-সভাপতি ঃ–হাফিজ মাওলানা মুস্তাকিম রেজবী
নং–৯৯৩২৩৭১৮৭৯ ও মাওঃ হাশিম রেজা নূরী,
মোবাইল নং– ৯৭৩২৫২৭৯৪২
প্রধান সম্পাদক ঃ–মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী
সহ-সম্পাদক ঃ–মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী
মোবাইল নং–৯৪৩৪১৬৪৩১৪
সম্পাদক ঃ–মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী
মোবাইল নং–৯৬৭৯৪৮৮৮০২
কোষাধাক্ষ্য ঃ–মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী
মোবাইল নং–৯৫৬৪৫০০৭৩০
সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ঃ–
মুফতী তাফাজ্জুল হোসাইন কালিমী, মাওঃ আনসার আলী, ক্বারী আবুল কালাম রেজবী, ডাঃ মাওঃ মোঃ নাসিরুদ্দিন,মাওঃ নিয়াজ আহমাদ কাদেরী, মাওঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম রেজবী, হাফেজ গোলাম রসুল, মাওঃ মোঃ হেলালুদ্দিন রেজবী, মাওঃ আঃ সবুর, মাওঃ মেহের আলী। মাওঃ আলমগীর হোসাইন, মাওঃ নুরুল ইসলাম, মাওঃ ইজহারুল হক নুরী, মাওঃ মোয়াজ্জাম হোসাইন কালীমি, মাওঃ কেতাবুদ্দিন কাদেরী, মাওঃ নিজামুদ্দিন রেজবী, মাওঃ মইজুদ্দিন কালিমী, মোঃ মানসুর আলী।

সূচিপত্র

তাফসীরুল কোরআন / ৪
হাদীসে রাসুল / ৭
বে-মেসল বাশার / ১০
ফাতাওয়া বিভাগ / ১৯
চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ / ২৪
কবিতাবলী / ২৭
উদাহারণহীন বাদশাহ হযরত ওমর / ২৮
ওয়াদা (গল্প) / ৩০
জানা অজানা / ৩৩
ইংরেজ দালালদের চিনে নিন / ৩৫
অন্ধ তবু অন্ধ নন / ৩৭
আখীয়ে পাক আয়নায়ে হিন্দ হযরত সিরাজুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলায়হি / ৪০
গজল / ৪২
সুন্নী কে / ৪৩
পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে / ৪৪
খবরা খবর / ৪৭

প্রধান কার্য্যালয়

খলিফায়ে হুজুর রায়হানে মিল্লাত
মুফতী আলহাজ মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী সাহেব
সাং–দিয়াড় জালিবাগিচা, পোঃ–ভগবানগোলা, জেলা–মুর্শিদাবাদ
মোবাইল নং ৯৪৩৪৮৬১১১৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াস স্বালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিহিল কারীম ওয়া আলিহি ওয়া আস্‌হাবিহী আজমায়ীন।

সম্পাদকীয়

ঃ ওরস ঃ

ওরস আরবী শব্দ। ওরসের আভিধানিক অর্থ শাদী, মিলন। কোন বোর্জগানে দ্বীন, ওলামায়ে স্বালেহীন, পীর ওলীগণের ইন্তেকালের দিনে বেস্বালের দিনে তাঁদের স্মরণে ফাতিহা খানী, কোরআন খানী ও মিলাদ শরীফ পাঠ করে খাবার বণ্টন করে যে ইসালে সওয়াবের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাই ওরস।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের ইন্তেকালের দিনকে বেস্বালের দিন বলে অর্থাৎ মিলনের দিন। দুলহীনের সঙ্গে দুলহার মিলন, প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমিকের মিলন, মাশুকের সঙ্গে আশেকের মিলন। মোমিনগণ নেকবান্দাগণ নবীর আশেক। ইন্তেকালের পরে কবরে প্রেমিক নবীর দর্শনে খোশ হয়ে যখন স্বাক্ষ্য দেয় ফারিশতাগণও সন্তুষ্ট হয়ে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে তাঁদের বলেন "নাম কা নাওমাতিল আরুস" অর্থাৎ বাশর ঘরে দুলহা দুলহীনের মত ঘুমিয়ে যাও। তাই এই দিনই বোর্জগানে দ্বীনের ওরস বা মিলন। এই নিদৃষ্ট বেস্বালের দিনে বোর্জগান ব্যক্তিগণের অনুসারী ভক্তগণ তাঁর মাজারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে স্মরণ করেন, তাঁর জীবনী আলোচনা করেন , তাঁর কর্ম জীবনের অবদান, অনুদান, অনুগ্রহের স্মৃতিচারণ করেন এবং তা হতে নিজ জীবনের চলার আলো প্রাপ্ত হন। নবীপাকের পবিত্র বানী-নেক বান্দাগণের স্মরণে আল্লাহর রহমত অবতীর্ন হয়।

ইহা ছাড়াও ভক্তগণ নেক বান্দাগণের মাজার পাকে উপস্থিত হয়ে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন, ফাতেহা পড়েন, মিলাদ শরীফ, দরুদ ও সালাম পাঠ করেন, খাবার রান্না করে বণ্টন করেন এবং ইহা তাঁর রুহে ইসালে সওয়াব করেন এবং তাঁর পবিত্র রুহ (আত্মা) হতে ফায়েজ বরকত অর্জন করেন। বিশ্বনবী বলেন–আল্লাহর ওলিগণ মরেন না বরং অস্থায়ী জগত হতে চিরস্থায়ী জগতে গমন করেন।

ওরস কবর জিয়ারতের নাম। কবর জিয়ারত সুন্নাতে মুস্তাফা, সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীন, সুন্নাতে সাহাবা এবং নেক বোর্জগানে দ্বীনেদের নিয়ম ও পদ্ধতি। আদর্শের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–তোমরা কবর জিয়ারত করো কেননা উহা দুনিয়ার আসক্তিকে কমায় এবং আখেরাতকে স্মরণ করায়।

আল্লাহর নবী, খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবাগণ প্রতি বৎসর নিদৃষ্ট দিনে ওহুদের শহীদগণের মাজারপাকে উপস্থিত হয়ে জিয়ারত এবং দোয়া খায়ের করতেন। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বিশেষ প্রয়োজনে ফিলিস্থান হতে ইরাকে ইমাম আযম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হির মাজারপাকে উপস্থিত হয়ে নামাজ পাঠ করতেন। ইসালে সওয়াব করে নিজের জটিল প্রশ্নের সমাধানের জন্য দোয়া করতেন ও সমাধান লাভ করতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমস্ত বোর্জগানে দ্বীন, ওলি আউলিয়াগণ নিজ পীর মুর্শিদের ও ওস্তাদের বেস্বালের দিনে ওরস পালন করেন ও ফায়েজ বরকত লাভ করেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ মহাজীরে মাক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–আমি প্রতি বৎসর নিজ পীর মুর্শিদের রুহ মোবারকের উপর ইসালে সওয়াব করি। প্রথমে কোরআন তেলাওয়াত করি তারপর ফাতেহা মিলাদ ও খাবার রান্না করে বণ্টন করে সওয়াব রেসানী করে থাকি। (ওরস কিয়া হ্যায়)

রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে বলেন–যাঁরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সম্মান করে উহা (এ সম্মান) তাদের অন্তরের পরহেজগারীর লক্ষণ। (সূরা হজ, আয়াত ৩১, পারা ১৭)

পবিত্র কোরআন– স্বাফা ও মারওয়া পাহাড়, কোরবানীর পশুকে আল্লাহর নিদর্শন বলেছেন, তাদের সম্মান ও ইজ্জত করতে বলেছেন। যখন এগুলো আল্লাহর নিদর্শন তখন মদিনা মানোয়ারা, তাঁর গলি-কুচি, আউলিয়া কেরাম ও তাঁদের চিহ্ন বা পরিচয়, তাঁদের মাজারপাক নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিদর্শন। এই নিদর্শনাবলীর সম্মান ও ইজ্জতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই সম্মান প্রদর্শন করাকে পরহেজগারীর আলামত বলা হয়েছে।

(তফসীরে জিয়াউল কোরআন, ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ২১৩-২১৪.)

সুতরাং নেক বান্দাগণের মাজার মোবারক জিয়ারত করা, সম্মান করা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সম্মান করে পরহেজগারী অর্জন করা।

আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আলায়হির রহমা "ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়ার" ১১ খন্ডে ৫১ পৃষ্ঠায় বলেছেন–খোদার প্রিয় বান্দাগণের স্মরণের জন্য দিন নিদৃষ্ট করা নিঃসন্দেহে জায়েজ। হাদীস পাকে বর্ণিত আছে যে নবীয়েপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রতি বৎসর ওহুদের শহীদগণের মাজারে উপস্থিত হতেন। শাহ আব্দুল আজিজ এই হাদীস হতে আওলিয়াগণের ওরসকে জায়েজ প্রমান করেছেন। শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব এই স্থান হতেই মাসায়েখ গণের ওরস ও ফাতেহা ইয়াজ দাহাম প্রমান করেছেন।

পবিত্র কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ তর্জমা–

"কানজুল ঈমান"

মূল অনুবাদক

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা আলায়হি রহমা

এখন বাংলা, ইংরেজী ও উর্দ্দুতে পাওয়া যাচ্ছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাফ্‌সীরুল ক্বোরআন

তরজমা-ই- ক্বোরআন

কানজুল ঈমান

কৃতঃ— আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ মহম্মদ আহমদ রেজা বেরলবী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

তাফসীর

"নুরুল ইরফান"

কৃতঃ–হাকিমূল উম্মত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ–আলহাজ মাওলানা মহম্মদ আব্দুল মান্নান
ইংরেজী অনুবাদ–প্রফেসার শাহ ফরিদুল হক

সুরা- আল-আহ্ যা-ব মাদানী- পারা- বাইশ

সুরা আহযাব মাদানী : আয়াত ৫৬ হতে ৫৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়।

Allah is the name of the Most Affectionate, the Merciful.

৫৬। নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ (১) দরূদ প্রেরণ করেন (২) ওই অদৃশ্যবক্তা (নবী)'র প্রতি, (৩) হে ঈমানদারগণ ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ (৪) ও সালাম প্রেরণ করো (৫)

1. Undoubtdly, Allah and His Angels send blessings on the Prophet the communicator of un seen news, O you who believe ! Send upon him blessings and Salute him fully in abundane.

৫৭। নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে, তাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত (৬) দুনিয়া ও আখেরাতে এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন (৭)

2. Undoubtdly, the who annoy Allah and His messenger, Allah's curse is upon them in the world and in the Here after and Allah has kept prepared for them a degrading forment.

pdf By Syed Mostafa Sakib

—ঃ সংক্ষিপ্ত তফসীর ঃ—

১) এ থেকে কতিপয় মাসআলা প্রতীয়মান হয়ঃ–(ক) দরুদ শরীফ সমস্ত বিধানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ। কেননা আল্লাহ তায়ালা কোন বিধানে নিজের ও নিজের ফিরিশতাদের কথা উল্লেখ করেন নি–আমিও এ কাজ করেছি, তোমরাও করো ! একমাত্র দরুদ শরীফ ব্যতিত।
(খ) সমস্ত ফিরিশতা, কোন নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই, সর্বদা হুজুরের উপর দরুদ শরীফ পেরণ করেন।
(গ) হুজুরের উপর আল্লাহর রহমতের অবতরণ আমাদের দো'আ প্রার্থনার উপর নির্ভরশীল নয়, যখন কিছু সৃষ্টি হয় নি, তখনও মহান রব হুজুরের উপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করতে থাকেন। আমাদের দরুদ শরীফ পাঠ করা মহান রবের দরবারে আমাদের ভিক্ষা প্রার্থনার জন্যই। যেমন ফকীরগণ দাতার জান মালের মঙ্গল কামনা করে ভিক্ষা চায়, আমরা হুজুরের মঙ্গল প্রর্থনা করে ভিক্ষা চাই।
(ঘ) হুযুর সর্বদা হায়াতুন্নবী, সবার দরুদ ও সালাম শুনেন ও জবাব দেন, কেননা যে জবাব দিতে পারে না, তাকে সালাম করা নিষেধ, যেমন নামাজী, ঘুমন্ত ব্যক্তি।
(ঙ) সমস্ত মুসলমানগণকে সর্বদা সর্বাবস্থায় দরুদ শরীফ পাঠ করা চাই, কেননা মহান রব ও ফিরিশতাগণ সর্বদা দরুদ পেরণ করেন।
২) ফিরিশতাদের ভিন্ন ভিন্ কর্তব্য মানুষের জন্মের পর নির্দ্ধারিত হয়, এর পূর্বে লক্ষ কোটি বছর যাবৎ তাদের দুটি মাত্র কাজ ছিলো সাজদা করা ও দরুদ শরীফ পড়া।
৩) হাদীস সমূহে বর্ণিত হয়েছে দরুদ পরির্পর্ণ করার জন্য পবিত্র বংশধরগণের কথাও উল্লেখ করা চাই। সুতরাং এ আয়াত হুযুরের উপর দরুদ পাঠ করা মানে খোদ হুযুরের ও পবিত্র বংশধরগণের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা। (সাওয়াইক্ব)
৪) দরুদ শরীফ গোটা জীবনে একবার পাঠ করা ফরজ। জিকরের এমন প্রতিটি মজলিসে, যেখানে বারংবার হুযুরের নাম আসে একবার পাঠ করা ওয়াজিব। নামাজের অভ্যন্তরে আত্তাহিয়্যাত এর পর পাঠ করা সুন্নাত, আর সর্বদা পাঠ করা মুস্তাহাব।
৫) এর থেকে কয়েকটি মাসআলা প্রতিয়মান হয় ঃ–(ক) হুযুরের মর্যাদা হযরত আদমের চেয়েও বেশী। কেননা হযরত আদম আলায়হিস সালামকে ফিরিশতাগণ শুধু একবার সাজদা করেছেন। কিন্তু আমাদের হুযুরের উপর খোদ খোদা তা'আলা এবং সমগ্র সৃষ্টি সর্বদা দরুদ শরীফ প্রেরণ করছেন।
(খ) আল্লাহ ও ফিরিশতাদের দরুদ শরীফের মধ্যে সালামও এসে যায়। এ কারণে তাঁদের ক্ষেত্রে শুধু স্বালাত এর উল্লেখ করা হয়েছে। আর আমাদেরকে স্বলাত ও সালাম উভয়েই পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
(গ) পূর্ণাঙ্গ দরুদ শরীফ হচ্ছে তাই যাতে স্বালাত ও সালাম উভয়ই রয়েছে। নামাজের মধ্যে, দরুদ-ই-ইব্রাহীমীতে সালাম নেই। কেননা সালাম আত্তাহিয়্যাতর মধ্যে পাঠ করা হয়েছে। নামাজ গোটাটাই একই মজলিসে গন্য, কিন্তু নামাজের বাইরে ওই দরুদই পাঠ করবেন। যাতে এই দুটিই রয়েছে। হুযুর দরুদ শরীফের যে শিক্ষা দরুদ-ই-ইব্রাহীমী দ্বারা দান করেছেন সেখানে নামাজ রত অবস্থায় দরুদ শরীফ পাঠ করা বুঝায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মোট কথা দরুদ-ই-ইব্রাহীমী নামাজের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ দরুদ শরীফ, কিন্তু নামাজের বাইরে তা পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ তাতে সালাম নেই।

৬) এ থেকে বুঝা গেল যে, সেই কাজ দ্বারা হুযুর কষ্ট পান তা হারাম, আর যদি কেউ কোন নামাজ ছেড়ে দিলে হুযুর আরাম পান তবে তার জন্য ওই নামাজ ছেড়ে দেওয়া ফরজ, এই কারণে হযরত আলীর খায়বারে আসরের নামাজ হুযুরের নিদ্রা শরীফের জন্য উৎসর্গ করা উচ্চতম পর্যায়ের ইবাদত বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

৭) আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তাঁর জন্য এমন কোন বৈশিষ্ট সাব্যস্ত করা, যা থেকে তিনি পবিত্র। অথবা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে নির্যাতন করা। হুযুরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে হুযুরের কোন বরকত ময় কাজকে তুচ্ছ করে দেখা কিংবা কোন প্রকার তিরস্কার করা কিংবা তার গুনাবলী চর্চায় বাধা দেওয়া, হুযুরের প্রতি কোন দোষক্রটি আরোপ করার অপচেষ্ট চালানো। এমন গর্হিত কর্যাদি সম্পন্নকারী লোকেরা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাতের উপযোগী।

লাইফ টাইম ফ্রি ইসলামী (S.M.S.)

Only for India

আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের পক্ষ হতে ফ্রি (S.M.S.) শুরু করা হয়েছে। যার দ্বারা প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ হাদীসপাক মসলা মাসায়েল ও মারকাজে আহলে সুন্নাতের সংবাদ প্রেরণ করা হয়। এই জন্য নিজ নিজ মোবাইলে টাইপ করুন—

(1)	(2)	(3)	(4)
JOIN RAZVIMISSION 09219592195	JOIN TAUSIFEMILLAT 09219592195	JOIN KHALIDINEWS 09219592195	JOIN MARKAZNEWS 09219592195

JOIN লেখার পর Space (খালি জায়গা) রাখার পর RAZVIMISSION অথবা TAUSIFEMILLAT অথবা KHALIDINEWS অথরা MARKAZNEWS লিখে এই 09219592195 নাম্বারে S.M.S. করুন। এই জন্য মাত্র ১.৫০ টাকা খরচ হবে– তারপর কোন খরচ লাগবে না।

বিঃ দ্রঃ–বড় অক্ষরে (Capital Latter) লিখবেন

মাসলাকে আলা হযরত জিন্দাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীসে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

শায়খুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব
(সাইদাপুর আরবী ইউনিভারসিটি)

কারামাত

১) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক সেনাবাহিনী পেরণ করেন। আর ঐ বাহিনীর সেনাপতি পদে সারিয়াহকে নিযুক্ত করেন। এরপর একদিন হযরত ওমর খোতবা পড়ার সময় উচ্চস্বরে বলে উঠলেন)হে সারিয়াহ আল জাবাল। ইহার কয়েকদিন পর সেনাবাহিনী হতে একজন দূত মদিনায় এসে বলল–হে আমিরুল মোমেনীন আমরা দুষমনের মোকাবেলায় প্রায় পরাজয়ের মুখে পতিত হয়েছিলাম হঠাৎ সে সময় এক উচ্চ স্বরে আওয়াজ শুনি–হে সারিয়াহ পাহাড়ের দিকে আশ্রয় নাও। আমরা পাহাড়ের দিকে আশ্রয় নিলাম এবং আল্লাহ যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেন।

(বায়হাকী, মিশকাত শরীফ ৫৪৬ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ—এই বাহিনী পারস্যদেশের অন্তর্গত পাহাড়ের নিকট নাহাওয়ান্দ নামক জাগায় প্রেরিত হয়েছিল। মদিনার মাসজিদে জুময়ার দিন খোতবার অবস্থায় দ্বীনি সাহায্য করার উদ্দেশ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঐ আহ্বান। হযরত সারিয়াহ যুদ্ধ করতে ছিলেন শত্রুগণ তাদেরকে পাহাড়ের পিছন থেকে ঘিরে আক্রমন করতে অগ্রসর হতেছিল। এই কঠিন অবস্থায় হযরত ওমর এর আহ্বান, মদদ যে তোমাদের পিছনে পাহাড়ের দিকে্ আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ করো।

এই হাদীস হতে তিনটি মসলা প্রকাশ পায়–আল্লাহওয়ালা দূরকে নিকটের মত দেখতে পান। ২) নিজের আওয়াজকে বহু দূর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারেন। ৩) তাঁরা দূর হতে সাহায্য করতে পারেন। (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড)

২) হযরত ইবনে মুনকাদির হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর গোলাম হযরত সাফিনা রোমের এলাকায় মুসলীম সেনাদল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন অথবা বন্দি হয়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি শত্রুদের কবল হতে কোনক্রমে মুক্ত হয়ে নিজের সেনা দলের অনুসন্ধান করতে ছিলেন এমন সময় হঠাৎ একটি সিংহের সম্মুখিন হলেন। তখন তিনি সিংহকে লক্ষ্য করে বললেন–হে আবুল হারিস (সিংহের উপনাম) আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গোলাম। আমার ঘটনা এ রকম হয়েছে। তখন সিংহ লেজ নাড়তে নাড়তে তার নিকট আসল এবং তার পার্শে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তার পর রাস্তা চলতে চলতে যখন আওয়াজ শুনতো তখন সেদিকে ছুটে যেত আবার তার পার্শে এসে চলতে লাগতো শেষ পর্যন্ত সেনাদলের নিকট পৌঁছে দিয়ে নিজ স্থানে ফিরে গেল। (মেশকাত শরীফ ৫৪৫ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ—হযরত সাফিনা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গোলাম। তিনি রাস্তা হারিয়ে সিংহের সম্মুখিন হয়েও ভীত সন্ত্রস্থ না হয়ে, তার থেকে পলায়ন না করে নবীপাকের সম্পর্কের অসিলা দিয়ে সিংহের নিকট রাস্তা দেখানোও আহ্বান করেন। এ রকম অনেক বোজর্গ নিজ পীর মুর্শিদের নাম করে নদী পার হয়ে গেছেন।

(মিরাতুল মানাজী ৮ম খন্ড)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, হযরত উসাইদ বিন হুদ্বাইর এবং হযরত ইবাদ বিন বাশার একদিন নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিজ কর্ম সমন্ধে কথাবার্তা বলতে বলতে রাত্রের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এই ঘটনা এক অন্ধকার রাত্রে ঘটেছিল। অতঃপর যখন তাঁরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে বিদায় নিয়ে নিজ নিজ বাড়ির দিকে রওনা হলেন তখন তাদের দুজনের হাতে একখানা করে ছোট্ট লাঠি ছিল একটি লাঠি প্রদীপের ন্যায় জ্বলে উঠল। তারা তাদের লাঠির আলোতে পথ চলতে লাগলেন। অতঃপর যখন তাঁরা দুজনে পৃথক হয়ে গেলেন তখন অপর লাঠিটিও জ্বলে উঠল। দুজনেই তুজনের লাঠির আলোতে নিজ নিজ বাড়িতে পৌছে গেলেন। (বোখারী শরীফ, মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ৫৪৪)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ–সে রাত্রি ছিল কঠিন অন্ধকার। অন্ধকারে পথ চলা ছিল ভীষন অসুবিধা। তাঁরা আসছিলেন এবং নুর নবীর পবিত্র সহবত থেকে। পথে লাঠি হতে এ কারামত প্রকাশিত হয়। তাঁরা সহজেই নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে যান।

৪) হযরত সায়িদ ইবন আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হাররা যুদ্ধের সময় নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মাসজিদে তিন দিন আজান ও ইকামত হয় নাই। হযরত সায়িদ ইবনে মোনায়েব মাসজিদের মধ্যেই ছিলেন। তিনি মাসজেদের মধ্যে নামাজের সময় বুঝতে পারতেন না কিন্তু প্রতি ওয়াক্তে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কবর মোবারক হতে একটি আওয়াজ শুনতে পেতেন। (মেশকাত শরীফ)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ–হাররা মদিনা মানুয়ারার বাইরে পাথুরে ময়দান। কারবালার ঘটনার পরে ইয়াজিদের সময়কালে তারা মদিনা আক্রমন করেছিল এবং মদিনাবাসীদের চরম অত্যাচার করেছিল। মদিনার বাইরে হাররা নামক স্থানে এই যুদ্ধ হয়েছিল বলে ইহাকে হাররা যুদ্ধ বলে।

কবর মোবারক হতে নামাজের সময় আওয়াজ আসা ইহা নবীপাকের মোজেজা আর ঐ আওয়াজ সায়িদ ইবনে মোসায়েব এর শ্রবণ করা করারামত। (মিরাতুল মানাজীহ)

৫) হযরত নাবিহা ইবনে ওহাব বর্ণনা করেছেন যে, হযরত কায়াব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার খেদমতে উপস্থিত হলেন। তাঁরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন তখন হযরত কায়াব বললেন প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার ফারিশতা অবতীর্ণ হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কবর শরীফ পরিবেষ্টন করলেন এবং নিজেদের পর বিছিয়ে দেন ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পড়তে থাকেন। যখন সন্ধ্যা হয়ে যায় তখন তাঁরা চলে যান এবং তাদের মত সত্তর হাজার ফারিশতা আবার আসেন এবং দরুদ শরীফ পড়তে থাকেন এভাবে যখন জমিন হতে উঠবেন তখন ফারিশতার সঙ্গে উঠবেন এবং তারা হজরতকে চিনতে পারবেন। (দারামী, মেশকাত)

সক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা–হযরত কায়াব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ফালিশতাগণের আগমন, দরুদ পাঠ ও গমন নিজ প্রকাশ্য দৃষ্টিতে দর্শন করেছেন এজন্য এ্ হাদীস কারামত অধ্যায়ে আনা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে ফারিশতাগণ সব সময় নবীপাকের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু এ সত্তর হাজার ফারিশতা জীবনে একবার নবীপাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সুজোগ লাভ করেন দরুদ শরীফ পাঠ করেন ও বরকত লাভ করেন। যাঁরা একবার হাজিরী দিয়েছেন তাঁরা আর উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পান না কিন্তু ফারিশতাগণের আসা যাওয়াও বন্ধ হয় না। (মিরাতুল মানাজীহ)

সংক্ষিপ্ত আলোচনা –ওলিদ্বারা যে আলৌকিক কর্মাবলী প্রকাশিত হয় তাকে কারামত বলে, সাধারণ মুসলমান এর দ্বারা এই রকম কর্মাবলী প্রকাশিত হলে তাকে মুআ'উবিনাত বলে এবং ফাসিক, ফাজির অথবা কাফির দ্বারা এই রকম কার্যাবলী প্রকাশিত হলে তাকে ইসতিদরাজ বলে। (বাহারে শরীয়ত

কারামত সত্য, এর অস্বীকারকারী হল পথভ্রষ্ট। বদ মাজহাব

(শরহে ফিকহুল আকবার পৃষ্ঠা ৯৫)

আওলিয়া কেরাম দ্বারা কারামত প্রকাশিত হওয়াও সত্য অর্থাৎ কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন আহলে হক্ক এ সম্পর্কে একমত যে, আওলিয়া কেরামগণের দ্বারা কারামত প্রকাশ হওয়া সম্ভব এবং আল্লাহ তায়ালার দ্বারা কারামত প্রকাশিত হওয়া কোরআন ও হাদীস হতে প্রমাণিত। সাহাবা ও তাবেয়ীন দের লাগাতার খবরের দ্বারাও প্রমাণিত। (আশয়াতুল লুমায়াত ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ৫৯৫)

ওলি ঐ মুসলমান যে মানুষের সাধ্য মোতাবিক আল্লাহ তায়ালার জাত ও সেফাত সম্পর্কে জ্ঞাত, শরীয়তের আহকামের উপর পাবন্দ থাকা, আনন্দ উপভোগ ও নাফসানী খাইশ এ লিপ্ত না থাকা।

ওলি ঐ ব্যক্তি হতে পারে যার আকিদা হবে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মুতাবিক। কোন মুরতাদ অথবা বদ মাজহাব যেমন দেওবন্দী, ওহাবী, কাদিয়ানী, রাফেজী ও নীচড়ী প্রভৃতি কখনই ওলি হতে পারে না।

আওলিয়ায়ে কেরাম ও স্বালেহীনে এজামের ইন্তেকালের পরেও ফায়েজ জারী থাকে।

(তাফসীরে আজিজী আম্মপারা পৃষ্ঠা ৫০)

তাবলীগি দেওবন্দীদের আকিদা বিনষ্টকারী মত ও পথ সম্পর্কে জানতে–

তাবলিগী দেওবন্দী পরিচয়

লেখক–মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রাপ্তিস্থান–মুসলীম লাইব্রেরী, ১১কলুটোলা ষ্ট্রীট, ১২১ রবীন্দ্র সরণী, কোল-৭০০০৭৩

পাওয়া যাচ্ছে সর্বদা সাথে রাখার মত বই–

সুন্নী নামাজ শিক্ষা

লেখক–মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মোজাদ্দেদী

pdf By Syed Mostafa Sakib

بسم الله الرحمن الرحيم

বে- মেসল বাশার

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

পূর্ব প্রকাশিতের পর ঃ----------

(গত সংখ্যায় পবিত্র হাদীসের আলোকে ফকিহ ও উলামায়ে উম্মতের দৃষ্টিতে ও জ্ঞানের বিচারে নবী হাজির নাযির প্রমানিত হয়েছে। এ সংখ্যায় কিছু বাস্তব দৃষ্টান্ত ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে)

বাস্তব দৃষ্টান্তে নবী হাজির-নাযির

১) হাবিব ইয়ামিনীর ইসলাম গ্রহণ ঃ-আবু জহল আরবের মক্কা শহরে ইসলাম প্রচার বন্ধ করতে না পেরে বড়ই চিন্তিত হয়ে তার ইয়ামিনের দোস্ত হাবিব বিন মালিককে পত্র লিখল তোমার ধর্ম মুছে যাচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ী মক্কায় এসে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বন্ধ করো। তার ধারণা ছিল হাবিব ইয়ামিনীর মক্কাবাসীদের উপর বিরাট প্রভাব আছে। সে এসে মক্কাবাসীদের যদি ভালভাবে বুঝিয়ে বলে তবে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে না এবং মক্কায় ইসলামের প্রচারও হবে না।

হাবিব ইয়ামিনী পত্র পেয়ে তাড়াতাড়ী মক্কায় এসে উপস্থিত হলেন। আবু জহল তাকে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বহু ভুল ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করল এবং ইসলাম ধর্মকে নির্মূল করার পরামর্শ করতে লাগল।

তিনি বললেন উভয় পক্ষের কথাবার্তা শোনার পরই ফায়সালা করা যাবে, আমি নবী মহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সেই মত নবীপাকের নিকট পয়গাম পাঠালেন। আমি হাবিব ইয়ামিনী অমুক জাগায় কোরাইশ সর্দারগণের সঙ্গে বসে আছি। আপনার সঙ্গে সাক্ষাত ও আলোচনার জন্য অপেক্ষা করছি। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে সঙ্গে নিয়ে সেই মজলিসে উপস্থিত হলেন। ইহা চাঁদের চৌদ্দ তারিখের রাত্রি ছিল।

যখন সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত সিদ্দিকে আকবরকে নিয়ে সেই মজলিসে উপস্থিত হলেন তখন সেই মজলিসে তাঁর আগমনের সাথে সাথেই বিশেষ ভাবগম্ভীর পরিবেশ ধারণ করল। কেউ তাঁকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পেল না। শেষ পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজেই হাবিব ইয়ামিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন-তুমি কি জিজ্ঞাসা করতে চাইছো ?

হাবিব সাহস সঞ্চার করে জিজ্ঞাসা করলেন-আপনি কি নবুয়তের দাবী করেছেন ? নবূয়তের জন্য তো মোজেজা অত্যাবশ্যক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন–তুমি যা চাইবে সেই মোজেজা দেখানো হবে। হাবিব নিবেদন করলেন–আমি আসমানী মোজেজা দেখতে চাই এবং ইহাও জানতে চাই যে আমার অন্তরে কি বাসনা রয়েছে ?

নবীপাক বললেন–চলো, তারপর হাবিব বিন মালিক কোরাইশ সর্দারদের নিয়ে হুজুরের সঙ্গে সাফা পর্বতের দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে সকলের সম্মুখে চন্দ্রের দিকে আঙ্গুলের সাহায্যে ইশারা করলেন আর তৎক্ষনাত চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়ে দুইদিকে পড়ে গেল।

আলা হযরত আলায়হির রহমা বলেন–

"সুরাজ উলটে পাউঁ পালটে চান্দ ইশারে সে হো চাক
অন্ধে নাজদী দেখলে কুদরতে রাসুলুল্লাহ কি"

অর্থাৎ অস্তমিত সূর্য্য উদিত হয় ইশারায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয় অন্ধ হুজুরের দুষমন নাজদী দেখ রাসুলুল্লাহর কি কুদরত, ক্ষমতা ।

তারপর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাবিব ইয়ামিনীকে বললেন–হাবিব তোমার দ্বিতীয় মনের প্রশ্ন শুনো, তোমার এক কন্য আছে রোগগ্রস্থা, অসুস্থা। তার হাতপা অবস, অচল, তুমি তোমার কন্যার সুস্থাতা কামনা করছো। শুনো তোমার কন্যা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

ইহা শ্রবণ করেই হাবিব ইয়ামিনী ঘোষনা করলেন–লা ইলাহা মুহাম্মাদূর রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজ বাড়ির দিকে রওনা হলেন। যখন বাড়ি পৌঁছালেন তখন রাত্রি ছিল। তিনি দরজায় আওয়াজ দিলেন। তখন তার সেই রোগগ্রস্থা অপারক কন্যা যার উঠার ক্ষমতা ছিল না সে উঠে এসে দরজা খুলে দিল এবং পিতাকে সম্মুখে দেখে পড়তে লাগলো–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

হাবিব ইয়ামিনী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–হে আমার কন্যা, তুমি এ কলেমা কোথা হতে শিখলে ? কন্যা বলল–গত রাত্রে স্বপ্নে আমি এক উজ্জ্বল জৌতির্ময় এক পবিত্র সত্ত্বাকে দর্শন করলাম। যিনি আমাকে বললেন–তোমার পিতা মক্কায় এসে কলেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তুমিও কলেমা পড়ে নাও, সুস্থ হয়ে যাবে। আমি কলেমা পড়তে লাগলাম। সকালে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়া মাত্রই দেখি মুখে আমার কলেমা পড়া জারী আছে। আর আমিও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। আমার এখন আর কোন অসুবিধা নাই। সুবহানাল্লাহ। দয়ার নবী, হাজির-নাযির নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মক্কায় হাবিব ইয়ামিনীকে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করছেন আর ইয়ামিনে তার কন্যার নিকট উপস্থিত হয়ে কলেমা পড়াচ্ছেন এবং শারিরিক সুস্থতাও প্রদান করছেন। ইহাই সত্য নবীর হাজির নাযির ওয়ার দৃষ্টান্ত। (আল বুরহান ফি খাসায়েসে হাবিবুর রহমান, শারাহ কাসিদা বুরদাহ, আল্লামা খারপুতী, তাফসীরে নুরুল ইরফান, শানে হাবিবুর রহমান)

২) মুতার যুদ্ধ ঃ–শাম দেশের একটি জাগার নাম মুতা। এখানে ৮ই হিজরীতে মুসলমানদের সঙ্গে রোমের বাদশাহর এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহা ইসলামের ইতিহাসে কিয়ামত পর্যন্ত এক বিশেষ স্মরণীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লাখ আর মুসলমান মুজাহিদগণের সংখ্যা ছিল তিন হাজার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই যুদ্ধের সাদা রঙের ঝান্ডা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ হস্তে তৈরী করে হযরত জায়েদ বিন হারিসার হস্তে দিয়া তাকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। মুসলীম বাহিনীকে বিদায়ের সময় বললেন–যদি জায়েদ শহীদ হয়ে যায় তবে হযরত জাফর সেনাপতি হবে, যদি সেও শহীদ হয়ে যায় তবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা সেনাপতি হবে, সেও যদি শহীদ হয়ে যায় তবে মুসলমানগণ নিজেদের সেনাপতি নিযুক্ত করে নিয়ে যুদ্ধ করবে।

মুতার প্রন্তরে পৌছে যখন দুই পক্ষের যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধের সংবাদ নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদিনায় বসে সাহাবাগণের সম্মুখে বর্ণনা করতে ছিলেন–জায়েদ ঝান্ডা নিয়ে যুদ্ধ করছে সে শহীদ হয়ে গেল তারপর ঝান্ডা হযরত জাফর গ্রহণ করল, অতঃপর সেও শহীদ হয়ে গেল, তারপর ঝান্ডা আব্দুল্লাহ গ্রহণ করলো কিন্তু সেও শহীদ হয়ে গেল. ইহার পর মুসলমানগণ খোদার তলোয়ার খালেদ বিন ওয়ালিদ কে সেনাপতি নিযুক্ত করলো। হুজুর এই সংবাদ শুনাতেছিলেন আর তাঁর চক্ষু মোবারক থেকে অশ্রু ঝরতে ছিল।

(বোখারী শরীফ ৬১১ পৃষ্ঠা)

যখন ইউলা বিন উমাইয়া যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে নবীপাকের দরবারে উপস্থিত হলেন তখন নবীপাক তাকে যুদ্ধের সংবাদ এক এক করে বর্ণনা করলেন। হযরত ইউলা বললেন–হুজুর যুদ্ধে যা যা সংঘটিত হয়েছিল আপনি তা হুবাহু বর্ণনা করলেন।

অর্থাৎ বিশ্ব নবী মদিনায় অবস্থান করে মুতার সমস্ত ঘটনা দর্শন করছেন, বর্ণনা করছেন। ইহাই হাজির নাযির নবীর বাস্তব নমুনা। মদিনা ও মুতা একই সময়ে হুজুরের সম্মুখে।

(সিরাতে মুস্তফা ২০৫ পৃষ্ঠা)

৩) মিরাজ ঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মিরাজ। মক্কার বায়তুল্লাহ হতে বায়তুল মুকাদ্দাস, সেখান হতে ১ম আসমান হয়ে সপ্তম আসমান তথা সিদরাতুল মুনতাহা, সেখান হতে আরশে আজিম পরিভ্রমণ, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে দিদার ও কথোপকথন করে আবার মক্কায় প্রত্যাবর্তন অথচ সময়ের নাই কোন ব্যবধান। ইহাই নবীপাকের হাজির নাযির। দুনিয়াবী একই সময়ে তিনি সর্বত্র। আবার তিনি তাঁর এই পরিভ্রমণে মুসা আলায়হিস সালামকে দর্শন করছেন কবরে নামাজ অবস্থায়, বায়তুল মুকাদ্দাসে মুকতাদি হয়ে নামাজ পড়তে আবার ষষ্ঠ আসমানে সুপারিশের অবস্থায় ইহাতেও সময়ের কোন ব্যবধান নাই। ইহাই হাজির নাযির। একই সময়ে বিভিন্ন জাগায় বিভিন্ন অবস্থায়।

৪) হযরত ইয়াকুব আলায়হি সালামের উপস্থিতি–(পারা ১২, সূরা ইউসূফ আয়াত ২৪)

"সে নারী তার প্রতি আসক্ত হল, সেও হত যদি না তার প্রতিপালকের প্রত্যক্ষ প্রমান অবলোকন করত....."

তফসীরে নুরুল ইরফান (বাংলা ১ম খন্ড ৬২১ পৃঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে যে হযরত ইউসূফ আলায়হিস সালাম তাঁর এই নাজুক অবস্থায় দেখলেন যে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালাম সামনে দণ্ডায়মান। আর দাঁতে আঙ্গুল চিবিয়ে ইঙ্গিতে বলছিলেন–তুমি নবীর সন্তান। সাদা চাঁদরে যেন দাগ লেগে না যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ থেকে কয়েকটা মাসয়ালা বুঝা যায়–

ক) হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালাম হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালামের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খ) আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ দুরের বন্ধ কুঠরির অবস্থা সম্পর্কেও জানেন গ) এ সব হযরত দূর থেকেও সাহায্য করেন। আর যেখানে কারো সাহায্য পৌছেনা সেখানেও তাঁদের সাহায্য পৌছে। ঙ) এসব হযরত আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ হাজির নাযির, হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালাম কেনানে অবস্থান করে মিশরে হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালামের নিকট ঘরের মধ্যে উপস্থিত হয়ে সাবধানতা প্রদান করছেন। ইহাই নবীগণের হাজির নাযির। এই রকম ভাবে ফিরিশতাগণ একই সময়ে বিভিন্ন জাগায় পৌছে কাজ করেন। ইহা হতে জানা যায় হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালামকে দেখেছিলেন। তাঁর রবের অকাট্য দলিল হচ্ছে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালামের উপস্থিতি। অর্থাৎ যখন জুলাইখা হযরত ইউসুফ আলায়হি সালামকে এক বন্ধ ঘরের মধ্যে নিজ বাসনা পুরণের জন্য আবেদন করেন। সে ঘরে আর কেউ নাই তারা দুজন ছাড়া। সেই নাজুক অবস্থায় ইয়াকুব আলায়হিস সালাম উপস্থিত হয়ে হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালামকে সতর্ক করেন। ফলে হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম সে ঘর হতে পলায়ন করেন।

৫) হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যুদ্ধ পরিচালনা ঃ–

ইরানের নিকট নাহাওয়ান্দ নামক স্থানে মুসলমানদের সঙ্গে বিধর্মীদের যুদ্ধ চলতেছিল। মুসলমানদের যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন হযরত সারিয়াহ। মুসলমানগণ যুদ্ধে এক কঠিন অবস্থায় পতিত হয়েছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মদিনার মাসজিদে জুময়ার দিন খোৎবা দিতেছিলেন। তিনি সে সময় মুসলমানদের যুদ্ধের অবস্থা দর্শনে খোৎবার অবস্থাতেই জোরে আহ্বান করলেন–ইয়া সারিয়াহ আল জাবাল, ইয়া সারিয়াহ আল জাবাল। (হে সারিয়া পাহাড়ের দিকে আশ্রয় নাও)। ইহারই কিছু দিন পর একজন দূত যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন–হে আমিরুল মুমেনীন, যুদ্ধে আমরা প্রায় পরাজযের সম্মুখিন হয়েছিলাম হঠাৎ এক আওয়াজ শুনি–হে সারিয়াহ পাহাড়ের দিকে আশ্রয় নাও। আমরা সেই কথা মত পাহাড়ের দিকে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ করি এবং যুদ্ধে জয়লাভ করি। (বোখারী শরীফ ৫৪৬ পৃষ্ঠা)

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বিশ্বনবী হাজির নাযির নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর এক সাহাবী। তাঁর দর্শন ক্ষমতা কত ! কোথায় মদিনা মানুয়ারা আর কোথায় ইরানের নাহাওয়ান্দ। সেখানকার অবস্থা দর্শন করছেন এবং সাবধানতা প্রদান করছেন। ইহা নবীর আশেক সাহাবীর হাজির নাযির।

৬) হযরত বড় পীরের সত্তর বাড়িতে ইফতার রমজান মাস, একদিন গওসুল আযম হযরত বড়পীর কেবল আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজ খানকাহ শরীফে অবস্থান করছেন। একজন ভক্ত মুরিদ খানকাহ শরীফে আগমন করে হুজুর পাককে ইফতারের দাওয়াত করলেন। হুজুর তার দাওয়াত কবুল করলেন। তার চলে যাওয়ার পর এক এক করে সত্তর জন ব্যক্তি এসে হুজুরকে তাদের বাড়িতে ইফতারের দাওয়াত দিলেন। হুজুর সকলের দাওয়াত কবুল করলেন। কিন্তু দেখা গেল তিনি নিজ খানকাহ শরীফে অবস্থান করে ইফতার করলেন।

Pdf By Syed Mostafa Sakib

পরের দিন সকল ভক্তগণ নিজ নিজ খুশি প্রকাশ করে বলাবালি করছেন যে হুজুর আমার বাড়ীতে গিয়ে ইফতার করেছেন। আবার কানকাহ শরীফের লোকজন বলতে লাগলেন যে হুজুর কোথাও জান নাই আমাদের সঙ্গেই ইফতার করেছেন। শেষ পর্যন্ত সকলেই একমত হলেন যে ইহা বড় পীরকেবলার কারামত। নিজ খানকাহ শরীফে অবস্থান করেও সত্তরজন ভক্তের বাড়ীতে হাজির নাযির হয়ে একই সঙ্গে ইফতার করেছেন। কিন্তু ইহা সকলের মুখে শ্রবণ করার পর ও একজন ব্যক্তির মনে সন্দেহ জাগলো যে ইহা কেমন করে সম্ভব ! একই সঙ্গে সকলের বাড়ীতে উপস্থিত হওয়া, হাজির হয়ে ইফতার করা ?

হুজুর বড় পীর কেবলা ইহা উপলব্ধি করে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন–তোমরা সকলে সত্য বলেছো, ইহা কোন আশ্চর্যের কথা নয়। আল্লাহ তায়ালা ওলি আউলিয়াগণকে এ রকম ক্ষমতা প্রদান করেছেন যে একই সময়ে অসংখ্য জাগায় উপস্থিত থাকতে পারেন।

যখন নায়েবে নবী হযরত গাওসে পাকের এই রকম ক্ষমতা তখন বিশ্ব নবীর সমস্ত জাগায় উপস্থিত হওয়া বিষয়ে কি সন্দেহ থাকতে পারে। (তারিখে আওলিয়া)

গায়ে এক ওয়াক্ত মে সত্তর মুরিদকে ইহাঁ
তুঝে এয়সি কুদরত মিলী গওসে আযম। (মুফতী আযম)

৭) আলহাবী লিল ফাতওয়া ২য় খন্ড ৪৪৪ পৃষ্ঠা, আলত্বাবকাতুল কোবরা ১ম খন্ড ১৪ পৃষ্ঠা ইমাম আব্দুল ওহহাব শি'রানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং সায়াদাতে দারাইন ৪৩১ পৃষ্ঠা (প্রিন্ট মিসর) শাইয়েখ আবুল আব্বাস মারসী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–আমার চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে এক মুহূর্তের জন্যও নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার দৃষ্টি আড়াল হন নাই অর্থাৎ সব সময়ই রাসুলে আযীমকে দেখতে ছিলাম। এবং যদি আমার চোখ বন্ধ করার সময় পর্যন্ত নবীপাক অদৃষ্য থেকে যায় তবে আমি নিজেকে মুসলমানের মধ্যে গন্য করি না।।

৮) ফায়জুল হারামাইন ২৭ পৃষ্ঠা (প্রিন্ট রাহিমীয়া দেওবন্দ, উর্দূ) হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–যখন আমি মদিনা মানুয়ারায় প্রবেশ করে পবিত্র রওজা জিয়ারত করলাম তখন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে পবিত্র আকৃতি সহকারে দর্শন করলাম। ইহার পর বিশ্বাস সহকারে আমি জানলাম যে লোকেরা বলেন নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামাজে উপস্থিত হন। নামাজ পড়ান, ইহা সঠিক। ইহা ছাড়াও আরো উদাহারণ আছে। তারপর আমি যখন আবার পবিত্র কবরের দিকে বার বার দৃষ্টি দিই প্রতি বারই নবীপাকের দর্শন করতে থাকি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সব সময় সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী আছেন। মানুষের উচিৎ নিজ মহব্বত ও আগ্রহ সহকারে নবীপাকের নিকট নিবেদন করে আবেদন করে দরখাস্ত করে। তিনি মানুষের মুসিবত দূর করেন। ফরিয়াদ শ্রবণ করেন, বরকত দান করেন।

৯) তাজিরুল মূলুক ওয়াল হাবিলিল ফাতওয়া লিল সিউতী ২য় খন্ড ৪৪৫ পৃষ্ঠা সায়াদাতে দারাইন ৪৩১ পৃষ্ঠা কাসিদায়ে নো'মানিয়া ৪২ পৃষ্ঠা----

শায়েখ সাফিউদ্দিন বিন আবি মানসুর নিজ রেসলার মধ্যে এবং শায়েখ আব্দুল গাফফার (আল ওয়াহিদ) এর মধ্যে বলেছেন যে শায়েখ আবুল হাসান ওতাফী বর্ণনা করেছেন যে তাঁকে শায়েখ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবুল আব্বাস ত্বারখী বর্ণনা করেছেন–আমি হযরত আহমদ বিন রাফায়ীর নিকট মুরীদ হওয়ার জন্য উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন–আমি তোমার পীর নই, তোমার পীর শায়েখ আব্দূর রহিম। তারপর আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম তখন তিনি বললেন–তুমিকি রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মারেফাত জানো। আমি বললাম না। তিনি বললেন–তুমি বায়তুল মুকাদ্দাস যাও, তোমার নবীপাকের মারেফাত অর্জন হবে।

শায়েখ আবুল আব্বাস ত্বারখী বলেন–তারপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাস পৌছালাম। যখনই আমি সেখানে পা রেখেছি, দেখছি জমিন, আসমান, আরশ কুরশী নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ পরিপূর্ণ। অর্থাৎ প্রত্যেক জাগায় প্রত্যেক স্থানে প্রতি দিকে মহম্মদই মহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

আরিফ রুমী ইহা বর্ণনা করেছেন–

"যুজ মহম্মদ নিস্ত দর আরদ্ ও সামা"

অর্থাৎ জমিন আসমানে মহম্মদ ছাড়া আর কিছুই নাই। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শায়েখ আবুল আব্বাস বলেন–তারপর আমি শায়েখ আহমদ রাফয়ীর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন–রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বুঝলে তাঁর শান মর্যাদা জানতে পারলে ? আমি বললাম হ্যাঁ।

তিনি বললেন তোমার কর্ম পূর্ণ হয়েছে। (মাকামে নবুয়ত পৃষ্ঠা ১৭৫–১৭৭)

হাজির-নাযির সম্পর্কে ওহাবী দেওবন্দীদের প্রশ্ন

প্রশ্ন (১) প্রত্যেক জাগায় হাজির-নাযির থাকা খোদা তায়ালার সিফাত বা গুন, এ গুনে আল্লাহ ছাড়া কাইকে গুনান্বীত করা শিরক।

উত্তর ঃ– প্রত্যেক জাগায় হাজির-নাযির থাকা খোদা তায়ালার কখনই সেফাত বা গুন নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্থান, জাগার বা কালের গন্ডি হতে পাক। আকায়েদের কেতাব সমূহে উল্লিখিত আছে আল্লাহর প্রতি সময় বা কালের কোন প্রভাব নাই। কেননা কালের প্রভাব পড়ে পৃথিবীতে, নিম্ন জগতে, শারীরিক জীব ও বস্তুর উপর। ইহাদেরই বয়সকাল নিরূপিত হয়। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, হুর-গেলেমান, ফারিশতা এমনকি আসমানে আবস্থানকারী ঈসা আলায়হিস সালাম এবং নবীপাকের মিরাজ বয়স বা সময়কালের প্রভাব থেকে মুক্ত। খোদা তায়ালা হাজির কিন্তু কোন স্থান বা গন্ডির পরিবেষ্টনের মধ্যে নন। স্থান কাল হতে আল্লাহ পবিত্র।

খোদাকে প্রত্যেক জাগায় উপস্থিত থাকা ধর্মহীনতা প্রত্যেক জাগায় উপস্থিত থাকা নবীপাকের মর্যাদা। এ মর্যাদা ও ক্ষমতা খোদাপ্রদত্ত আর খোদা তায়ালার সেফাত বা গুন বিশ্বজগতে ক্ষমতাবান এই সেফাত ও তাঁর সত্বাগত, চিরন্তন, কারো নিয়ন্ত্রানাধীন নয়। খোদা প্রদত্ত সেফাতে বা গুনে গুনান্বীত হলে শিরক হয় কিভাবে ? আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে হাজির-নাযির গুনে বা শক্তিতে ভুষিত করেছেন। ইহা আল্লাহর দান। ইহা শিরক নয় বরং নবীপাকের বিশেষ গুন বা ক্ষমতা।

দেওবন্দী মৌলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও তার "বরাহীনে কাতিয়া" বই এর ২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে যে খোদা ছাড়া অপর কাউকে খোদা প্রদত্ত শক্তিতে হাজির নাযির জানা শিরক নয়। (জায়াল হক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মালেকুল উলামা শাহ মহম্মদ জাফরুদ্দিন কাদেরী আলায়হির রহমা "ফাতাওয়ায়ে মালেকুল উলামা" গ্রন্থের ২৯৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন–ওহাবীদের প্রচার যে প্রত্যেক জাগায় হাজির নাযির থাকা আল্লাহ তায়ালার শান। ইহা একবারেই মুর্খামী, গোমরাহী ও গোমরাহকারী। হাজিরনাযির আসলে আল্লাহ তায়ালার সেফাত নয় এবং ইহার ব্যবহার আল্লাহ তায়ালার জন্য জায়েজ নয়। যখন ইহার ব্যবহার উলামাগণের প্রয়োজন হয় তখন ইহার বিশ্লেষন করে করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার সেফাত শাহীদ ও বাসির। এই সেফাত তিনি তাঁর প্রিয় নবীকে দান করেছেন। –"ইয়াকুনার রাসুলু আলায়কুম শাহিদা" (রাসুল তোমাদের জন্য রক্ষক ও সাক্ষী)

আরো বলেছেন–"ফাজায়ালনাহু সামিয়াম বাসীরা" (অতঃপর তাকে শ্রবণকারী, দর্শনকারী করে দিয়েছি। ২৯ পারা, সূরা দাহার আয়াত–২) যে সেফাত আল্লাহ প্রদত্ত তা কখনই শিরক নয়।

ফকিহে মিল্লাত হযরত আল্লামা মুফতী জালালুদ্দিন আহমদ আলায়হির রহমা "ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল" ১ম খন্ড ৩,৪ পৃষ্ঠা এবং ফাতাওয়ায়ে বরকাতিয়া ৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন–হাজির নাযির শব্দদ্বয় আল্লাহ তায়ালার সুনিদৃষ্ট গুনাবলীর মধ্যে নয়। আর এ শব্দদ্বয়ের অর্থ ও আর্থ ও আল্লাহ তায়ালার শানের বিরোধী। এই জন্য আল্লাহ তায়ালাকে হাজির নাযির বলা অনুচিৎ।

সাদরুস শারিয়াহ হযরত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আলায়হির রহমা "ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়া" ৪র্থ খন্ড ২৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–আল্লাহ তায়ালা সামীউন ও বাসীর। প্রত্যেক জিনিস শ্রবণ করেন এবং দর্শন করেন। কিন্তু স্থান থেকে পবিত্র। ইহা বলা যে অমুক জাগায় অথবা অমুক স্থানে তিনি মওজুদ ইহা ভুল। তিনি মওজুদ কিন্তু স্থান কাল থেকে পাক ও পবিত্র। যখন জাগা ছিল না তখনও তিনি মওজুদ এখন ও মওজুদ। আর যখন জাগা থাকবে না তখনও তিনি মওজুদ। ইহা বলা যে হাজির নাযির আল্লাহর গুন ইহা ভুল, প্রমানহীন।

"হুজুর ও নুযুর" এর আভিধানিক অর্থ শরীর সহকারে উপস্থিত হওয়া এবং বাহ্যিক শারিরীক চক্ষে দর্শন করা (আল মানজীদ)

আল্লামা ইবনুল আবেদীন "ফাতাওয়ায়ে শামীতে" উক্ত উক্তির ব্যখ্যায় বলেছেন–হুজুর শব্দটি জ্ঞান অর্থে বহুল প্রচলিত আর নযুর শব্দের অর্থ দেখা সুতরাং হাজির-নাযির শব্দের অর্থ জ্ঞানী ও দ্রষ্টা। সুতরাং ইহা কুফর হতে পারে না। হাজির-নাযির শব্দদ্বয় প্রকৃত অর্থে নবীপাকের জন্যই কেবলমাত্র জায়েজ নয় বরং ইহা উম্মতের উলামা বোর্জগানে দ্বীনেদের মধ্যে প্রচলিত ও গ্রহণ যোগ্য। আর নবীপাকের পবিত্র আত্মা ও তাঁর খোদা প্রদত্ত জ্ঞান প্রত্যেক ঘরেই উপস্থিত। তিনি সমস্ত উম্মতের অবস্থা ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাজির ও নাযির ইহা কোন নতুন আকিদা নয় বরং ইহা পূর্বের উলামা ও বোর্জগানে দ্দীনেদের আকিদা ও মত। ইহা বলা জায়েজ এবং ইহা আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের আকিদা।

মোট কতা নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর হাজির নাযির হওয়া কিতাবুল্লাহ ও হাদীসে রাসুল ও প্রকাশ্য ইসলামী জ্ঞান হতে প্রমানিত। আল্লাহ তায়ালার সেফাতী নাম হাজির নাযির ইহা কোরআন হাদীস হতে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালার প্রতি স্থানের জ্ঞান ও দর্শন ইহা শাহীদ ও বাসীর শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে হাজির নাযির শব্দে নয়।

প্রশ্ন (২)–দেওবন্দীগণ বলে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বত্র হাজির-নাযির তবে মিরাজের কি প্রয়োজন ছিল ? ইহাতে সুন্নী আলেমগণ প্রকৃত পক্ষে মিরাজকে অস্বীকার করছে ?

Pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ- দেওবন্দীদের মত অবিশ্বাসী নবীপাকের ইজ্জত হানী কারকদের তথা সমগ্র বিশ্বজগতকে বিশ্বনবীর ইজ্জত ও ক্ষমতা কত তা বাস্তবে প্রদর্শন করাই মিরাজের উদ্দেশ্য। আর নবীপাক যে সর্বত্র হাজির-নাযির স্বশরীরে পবিত্র মিরাজেই তার বাস্তব প্রমাণ ও জলন্ত নিদর্শন বিদ্যমান। কেননা কোন সময়ের ব্যবধান ছাড়াই একই মুহূর্তে পবিত্র মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস, সপ্ত আসমান, সিদরাতুল মুনতাহা, বেহেশত, দোযখ, তথা আরশে আজিম পরিভ্রমন কথোপকথন ও প্রত্যাবর্তন করে দেখিয়েছেন বাস্তবে তিনি সর্বত্র হাজির-নাযির। মিরাজে এত ঘটনা বাস্তবে ঘটলেও কোন সময়ের ব্যবধান হয় নাই। ইহা উদাহারণ হীন, তুলনাহীন সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভুত ঘটনা ও নিদর্শন। ইহা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জলন্ত মোজেজা এবং সমস্ত বিরোধীদের প্রশ্নের সমাধান।

শায়াখুত তাফসীর মাওলানা মহম্মাদ ফায়েজ আহমদ ওয়ায়সী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী "হাজির-নাযির কা সবুত" নামক এক সতন্ত্র পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন–প্রত্যেক সময়ে বিভিন্ন মাসয়ালা নিয়ে মতোবিরোধ হয়েছে কিন্তু হাজির-নাযির মাসয়ালার উপর কারো কোন মতোবিরোধ হয় নাই। এমনকি মুহাদ্দীস আব্দুল হক দেহরবী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সময় কাল পর্যন্ত এই মাসয়ালার উপর কোন মতোবিরোধ ছিল না। তাঁর ইন্তেকালের পর ওহাবী দেওবন্দীগণই এই মাসয়ালার উপর মতোবিরোধ সৃষ্টি করেছে এবং উলামাগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে তারা বিভ্রান্ত করেছে। ভারতবর্ষে ইহারাই নতুন মত নতুন মাসয়ালা সৃষ্ঠিকারী পথভ্রষ্টকারী বেদাতী সম্প্রদায়। নিজেদের দোষকে ঢাকার জন্যই তারা আহলে সুন্নাত ও জামায়াতকে বেদাতী বলে প্রচার করে।

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়েখ আহম্মদ সারহান্দী এবং মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা তথা বোর্জগানে দ্বীনেদের মত ও আকিদা যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বত্র হাজির-নাযির।

সরকারে আলা হযরত আলায়হির রহমা বলেন–

"সারে আরশ পর হ্যায় তেরী গুযার, দিলে ফারশ পর হ্যায় তেরী নযর
মালাকুত ও কালাম মে কোয়ী শায়ী নাহী ওহ্ যো তঝপে ইয়াঁ নাহী।"

নবীপাকের নাম ও শান কে মিটাতে পারে—

একবার এক আশেকে নবী এক মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন মাসজিদের দেওয়ালে আল্লাহ তায়ালার নাম লিখিত আছে কিন্তু নবীপাকের নাম লিখিত নাই। তার মনে বড়ই দুঃখ হল যেখানে আল্লাহ তায়ালার নাম সেখানে মহান নবীর নাম কিন্তু এখানে আল্লাহ তায়ালা নামের সাথে নবীপাকের নাম নাই। তিনি মসজিদে কালো কালি দিয়ে লিখে দিলেন –ইয়া রাসুলাল্লাহ – (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদের ইমাম ও মুক্তাদীগন ছিল দেওবন্দী তাবলিগী তারা মাসজিদে এসে ইয়া রাসুলাল্লাহ লেখা দেখে তাদের শরীর ও মনে আগুন জ্বলে উঠল। মুক্তাদীগণ ইমাম সাহেবকে বলল–কিভাবে নবীর নাম মিশিয়ে ফেলা যাবে নাহলে ইহা শিরক হয়ে যাবে। ইমাম সাহেব যুক্তি দিল কোন ব্যাপার নাই ইহার উপর চুন দিয়ে দাও। লেখার উপর চুন দেওয়ার পর চুন শুকিয়ে গেলে কালো কালির লেখা আরো পরিস্কার দেখা যেতে লাগলো। ইমাম সাহেব হুকুম দিলেন, মিস্ত্রি ডেকে লেখা খোদায় করে তুলে দাও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিস্ত্রি দিয়ে খোদায় করা হল কিন্তু লেখা খোদায় করাতে ইয়া রাসুলাল্লাহ নামটিও দেয়ালের গায়ে পাকাপাকি ভাবে খোদায় হয়ে গেল এবং আরো স্পষ্ট ভাবে বুঝা যেতে লাগল। মুক্তাদীগণের অভিযোগে ইমাম সাহেব এবার বলল ঐ খোদায়ের উপর সিমেন্ট দিয়ে সমান করে দাও কিন্তু লেখার উপর সিমেন্ট দেওয়াতে ইটের দেওয়ালের উপর ইয়া রাসুলাল্লাহ লেখা আরো মজবুত হলো এবং আগের থেকেও পরিস্কার বুঝা যেতে লাগলো। তারা চাইছিল নবীপাকের নাম মিটিয়ে দেব কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাঁর নামকে ইজ্জত সম্মানের সর্বচ্চ আসন দিয়েছেন দুনিয়ার কোন মানুষ তা মিটাতে পারে ? তায় ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত আলায়হির রহমা বলেন–

"মিট গয়ে মিটতে হ্যায় মিট যায়েঙ্গে আদা তেরে
না মিটে হায় না মিটে গা কাভী চরচা তেরা"

চলবে আগামী সংখ্যায়–

খবরা খবরের ৪৭ পৃষ্ঠার শেষ অংশ

ব্রিটেনে মুসলমানদের সংখ্যা ২৮ লক্ষের ও বেশী

ব্রিটেনের লেবার ফোরাম সংস্থার বর্তমান সার্ভে রিপোর্টে প্রকাশিত হযেছে যে, ব্রিটিনে মুসলমানদের সংখ্যা ২৮ লক্ষেরও বেশী ছাড়িয়ে গেছে। অধিকাংশ মুসলমান নিজের নামের সঙ্গে মহম্মদ শব্দ ব্যাবহার করা পছন্দ করছেন। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, জার্মান, সুইডেন, ইউনান, প্রভৃতি দেশে প্রতি দিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রবনতা বাড়ছে। মুসলমানের সংখ্যা প্রতি দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন সার্ভের রিপোর্ট অণুযায়ী ইউরোপের মধ্যে জার্মানে সব চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। এদেশে মুসলমানের সংখ্যা বর্তমানে ৪১১৯০০০ জন। দ্বিতীয় স্থানে ফ্রান্স সেখানে মুসলমানের সংখ্যা ৩৫৭৪০০০ জন। তৃতীয় স্থানে ব্রিটেন। (মহানামায়ে আশরাফিয়া মুবারকপুর, ডিসেম্বর ২০১০)

মাওদুদী কেতাব বাতিল

বাংলা দেশের ইসলামী ফাউন্ডেশানের নির্দেশে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আলা মাওদুদীর সমস্ত পুস্তক সরকার অনুমদিত মাসজিদ সমূহের লাইব্রেরী হতে বের করে দেওয়া হয়েছে। সমগ্র দেশে প্রায় ২৪ হাজার মাসজিদ হতে পুস্তক বের করে দেওয়া হয়েছে। সরকারের নির্দেশ যে মাওলানা মাওদুদীর পুস্তক প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার বিরোধী এবং বির্তকীত। (মাহানায়ে আশরাফিয়া আগষ্ট ২০১০)

টনি ব্লেয়ার এর শালীর ইসলাম গ্রহণ

ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রি টনি ব্লেয়ারের শালিকা লরেন বুথ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ২৫শে অক্টোবর ২০১০ তারিখ ইহা প্রকাশিত হয়। তিনি জন্মসুত্রে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। লরেন বুথ ইরানের ইংরেজী নিউজ চ্যানেলে প্রেস টিভিতে কর্ম করেন। লরেন বুথ বলেন যে তিনি ইরানের এক মাজার শরীফে উপস্থিত হয়ে আশ্চর্য কিছু দর্শন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে ইসলামী কর্ম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঠ করছেন এবং নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করছেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর শারাব শুকরের মাংস পরিত্যাগ করেছেন। তিনি নিজ শরীরকে বর্তমানে আবৃত করে রাখেন। (মাহানায়ে আশরাফীয়া আগষ্ট ২০১০)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়া বিভাগ

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী
শিক্ষক–নাইত শামসেরিয়া হাইমাদ্রাসা
মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী
শিক্ষক–ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা

প্রশ্ন ঃ-(১) জনাব মুফতী সাহেব, সালাম নিবেন এবং দয়া করে সুন্নী জগৎ পত্রিকায় আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করলে উপকৃত হব। ? -ইতি মাষ্টার লুৎফার রহমান, সাং-বসন্তপুর, বর্ধমান ।

(ক) কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিজা, চাহরাম, চল্লিশা, বাৎসরিক ফাতেহা, ইসালে সওয়াবের জন্য মিলাদ, কোরআনখানী করা কি জায়েজ ?

(খ) কোন ব্যক্তির মৃত্যুর দিন ভোজ দেওয়া তিজা, চাহরাম, চল্লিশাতে আত্নীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করে ভোজ দেওয়া কি জায়েজ ?

(গ) মৃত ব্যক্তির জন্য তিজা, চাহরাম চল্লিশা ইত্যাদি মৃত্যুর দিন ধরে না মাটি দেওয়ার দিন ধরে পালন করতে হবে ?

(ঘ) যদি মৃত্যুর তারিখ ধরে চল্লিশা তিন চাঁদ হয়ে যায় তবে কোন তারিখে তা পালন করবে ?

(ঙ) কোন কোন এলাকায় মৃত্যুর সংবাদ শুনে বহু লোক উপস্থিত হয় তারা জানাজার নামাজ পড়ে ভোজ খেয়ে চলে যায় মাটি দেয় না। ইহা শরীয়তে সঠিক না বেঠিক ?

(চ) দিন তারিখ নিদৃষ্ট করে ইসালে সওয়াব বা চল্লিশা করা কি ?

উত্তর ঃ–১) (ক) মৃত ব্যক্তির জন্য তিজা, চাহরাম, চল্লিশা বা বাৎসরিক মৃত্যু দিবসে ইসালে সওয়াবের জন্য কোরআনখানী, কুলখানী, ফাতিহা, মিলাদ, গরীব মিসকিনকে খাওয়ানো বা সাদকা করা জায়েজ এবং উত্তম কর্ম ইহার সওয়াব মৃত ব্যক্তি কবরে পায়।

(ফাতওয়ায়ে ফকিহে মিল্লাত ১ম খন্ড ৫৪ পৃষ্ঠা)

(খ) কোন ব্যক্তির মৃত্যুর দিন বা তিজা, চারহাম, চল্লিশায় আত্নীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীদেরকে আমন্ত্রণ করে ভোজ দেওয়া ইহা নাজায়েজ ও বিদাতে কাবিহা (খারাপ বেদাত) দাওয়াৎ খুশীর সময় করা হয় দুঃখের সময় নয়। ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খন্ড ১৬৭ পৃষ্ঠা এবং ফাতওয়ায়ে শামী ১ম খন্ড ৬২৯ পৃষ্ঠায় ইহাই লিখিত আছে। ফাতহুল কাদির ২য় খন্ড.১০২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে খাওয়ার দাওয়াৎ করা নিষেধ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেননা শরীয়তে দাওযাৎ খুশীর সময় করা হয় যেমন–বিবাহ বা খাৎনা দেওয়ার সময়, দুঃখের সময় নয়। ইহা বেদাতে শানিয়া অর্থাৎ খারাপ বেদাত। এ রকমই হযরত আল্লামা হাসান শারমবোলালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি মারাকিল ফালাহ মায়া তাহতাবী ৩৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেজা ফাজেলে বেরলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়ার ৪র্থ খন্ডের ১৬২ পৃষ্ঠা, ১৭৭ পৃষ্ঠা, ২১৩ পৃষ্ঠা, ২২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুর খানা বা ভোজ কেবলমাত্র গরীব মিসকিনদের জন্য। সাধারণ ভাবে যে দাওয়াৎ করা হয় ইহা নিষেধ। ধনী ব্যক্তি যেন না খায়। মৃত ব্যক্তির বাড়িতে যে সমস্ত ব্যক্তি উপস্থিত হয় তাদেরকে খাওয়ার জন্য দাওয়াৎ করা ইহা সব দিক হতে নিষেধ। তিজা, চাহরাম, প্রভৃতির খানা মিসকিনদের কে খাওয়াতে হবে। আত্মীয়-স্বজনদের একত্রিত করে খাওয়ানো অর্থহীন। মৃত্যুর তিন দিন পর্যন্ত তো নিষেধ আছেই ইহার পরেও মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যদি দাওয়াৎ করা হয় তবুও নিষেধ। সাদরুশ শারিয়াহ মুফতী আমজাদ আলী আলায়হির রহমা ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়া র ১ম খন্ড ৩৩৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, সাধারণ মৃত ব্যক্তির খানা কেবলমাত্র মিসকিনদের খাওয়াবে এবং নিজ আত্মীয়দের মধ্যে কোন ব্যক্তি গরীব হলে তাকেও খাওয়াবে। নিজ আত্মীয় যদি গরীব হয় তবে তাদেরকে খাওয়ানো অন্যদের খাওয়ানো থেকে উত্তম। যদি গরীব না হয় তবে তাদের খাওয়াবে না বরং তাদের খাওয়াও অনুচিৎ। শারেহ বোখারী মুফতী শারিফুল হক আমজাদী আলায়হির রহমা ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়ার ১ম খন্ডের ৩৩৭ পৃষ্ঠার টিকাতে বলেছেন–কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে যে, আত্মীয়-স্বজন মনে করে মৃত্যুর খানাতে তাদের হক আছে আর যদি না খাওয়ায় তবে দোষ দেয় ইহা অবশ্যই খারাপ বেদাত। কিন্তু মৃত ব্যক্তির ইসালে সওয়াবের জন্র খাবার তৈরী করে গরীব মুসলমানদের খাওয়াতে ক্ষতি নাই তবে ধনীদের খাওয়ানো নিষেধ। তবে ইসালে সওয়াব যদি বোর্জগানে দ্বীন বা ওলি আওলিয়াগনের হয় তবে ধনী গরীব সকলের জন্য খাওয়া জায়েজ। বরং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে খাওয়া মুস্তাহাসান। বরকতময় ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কীত বস্তু ও বরকতময় হয়। এ জন্য খাতবারকে তাবারক মনে করে এবং সম্মান করে।

ধনী আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীদের ফাতেহার জন্য খাওয়া নিষেধ নয় বরং ইহা মৃত্যু ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দাওয়াৎ করার জন্য নিষেধ সুতরাং ধনীদের জন্য যদি আলাদা করে খাবার তৈরী করা হয় তবুও নিষেধ ও না জায়েজ। তবে তিজা, চল্লিশা, চাহারাম প্রভৃতি দিনে যে ফাতেহা মিলাদ শরীফ প্রভৃতির শেষে যে শিরনী বা তোহফা বিতরণ করা হয় তা ধ্বনী নির্ধন সকলেই খেতে পারে ইহা জায়েজ। ইহা তাবারক। তিজা, চাহরাম প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গরীবদের জন্য যে খাবার তৈরী হয় তার প্রস্তুতকারীগণ তার ব্যবস্থাপনার কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ধনী হলেও সেই খাবার খাওয়া জায়েজ কিন্তু না খাওয়া ভালো। যদি তাদের কেবল মাত্র ব্যবস্থাপনার জন্যই ডাকা হয় কিন্তু যদি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে না ডাকা হয় তবে ধনীদের নিষেধই থাকবে। (ফাতওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ১ম খন্ড ৪৬০ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়ায়ে ফাকিহ মিল্লাত ১ম খন্ড ২৯৫ পৃষ্ঠায় বর্নিত হয়েছে যে ব্যক্তি মৃত্যুর খানা খাবারের অপেক্ষায় থাকে এবং খেতে না পেলে অসন্তুষ্ট হয় নিঃসন্দেহে এ রকম খানা তার দিলকে মূর্দা করে দেয়। আলা হযরত মুহাদ্দীসে বেরলবী বলেন–ইহা পরিক্ষীত বিষয় যে মৃত্যুর খানার মুখাপেক্ষী থাকে তার দিল মরে যায়। জিকর ও আল্লাহ তায়ালার এতেওয়াতের আগ্রহ বিনষ্ট হয়ে যায়। নিজের পেটের খাবারের জন্য মুসলমানের মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে। খানা খাওয়ার সময় গাফেল থাকে খাবারের স্বাদে মত্ত থাকে। (ফাতওয়ায়ে রাজাবীয়া ৪র্থ খন্ড ২২৩ পৃষ্ঠা)

সুতরাং যে অবস্থায় দাওয়াৎ না জায়েজ ইহা না-জায়েজই থাকবে। যদিও মৃত ব্যক্তির ভোজের দাওয়াৎ অথবা কেবল মাত্র দাওয়াৎ শব্দ ব্যবহার করুক। সম্পর্ক রক্ষা বা বদলার কারণে ভোজের দাবী করলে এবং দাওয়াৎ না করলে মানুষ সমালোচনা বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে বা দোষারূপ করবে ইহার কারণে খানা দেওয়া জায়েজ হবে না বরং ইহা আরো কঠিন নিষেধ হবে। সুতরাং মুসলমানদের উচিৎ সমাজ হতে ভুল প্রথাকে বর্জন করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। শরীয়ত যাকে না-জায়েজ করেছে তা চিরকালই নাজায়েজ। আল্লাহ্ আলাম।

(ঘ) মৃত ব্যক্তির জন্য তিজা, চল্লিশা, চাহরাম মৃত্যুর তারিখ ধরেই করতে হবে। সমস্ত ওলি, গাউস, কুতুব, বোর্জগানে দ্বীনের ফাতেহা , ওরস, ইসালে সওয়াব তাঁদের ওফাতের তারিখ ধরেই পালন করা হয়। কোন মৃত ব্যক্তির তিজা, চাহরাম করা জরুরী নয় মুস্তাহাব। ইহার আগে ও পরে ফাতেহা করলেও পূর্ন সওয়াব পাবে। চার দিনেই ফাতেহা করতে হবে ইহা জরুরী নয়। মৃত ব্যাক্তির দাফন কাফন তাড়াতাড়ী করা মুস্তাহাব।

(ঘ) মৃত্যুর তারিখ ধরে যেদিন চল্লিশ দিন হবে সেই দিনে চল্লিশা বা ইসালে সওয়াব করা মুস্তাহাব। ইহাতে দুই চাঁদ হউক অথবা দেড় চাঁদ বা আড়াই বা তিন চাঁদ হউক কোন অসুবিধা নাই। তিন চাঁদ হলে চল্লিশা হবে না ইহা ভুল ধারণা ও কুসংস্কার।

(ঙ) মৃত ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়া ও তার দাফন-কাফন করা ফরজে কেফায়া। মুসলমানদের উচিৎ তার মুসলমান ভায়ের জানাজার নামাজে ও তার দাফন-কাফনে অংশ গ্রহণ করা তার জন্য দোয়া খায়ের করা। ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খন্ডে বর্ণিত হয়েছে যে মৃত ব্যক্তি যদি প্রতিবেশী বা আত্নীয় বা নেক ব্যক্তি হন তবে তার জানাজার সঙ্গে যাওয়া নফল নামাজ পড়া অপেক্ষা উত্তম। যদি কোন লোক মৃত ব্যক্তির বাড়িতে যায় তবে তার জানাজার নামাজ না পড়ে ফিরে আসা উচিৎ নয়। জানাজার নামাজের পরে মাইয়াতের ওলির অনুমতি নিয়ে আসতে পারে। আর মাটি দেওয়ার পর অনুমতি নেওয়া কোন প্রয়োজন নাই। মৃত্যুর সংবাদে উপস্থিত হয়ে জানাজা পড়ে ওলির অনুমতি না নিয়ে মাটি না দিয়ে ভোজ খেয়ে চলে আসা শরীয়তে উচিৎ নয়। আর মৃত ব্যক্তির বাড়ির ভোজ খাওয়াতো উচিৎই নয়। (বাহারে শরীয়ত, কানুনে শরীয়ত)

ফকিহে আজল হযরত আল্লামা শামসুদ্দিন আহমদ জোনপুরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "কানুনে শরীয়ত" ১ম খন্ড ১৭১–১৭২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–মৃত ব্যক্তির তিজা, চল্লিশা প্রভৃতিতে দাওয়াৎ করা না-জায়েজ ও খারাপ বিদাত। দাওয়াৎ খুশির সময় করা হয় দুঃখের সময় নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে গরীব ব্যক্তিদের খাওয়ানো উত্তম। তিজা, চল্লিমা প্রভৃতির খানা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল হতে করা জায়েজ নয় তবে মাল ওয়ারিশ গণের মধ্যে বণ্টন হওয়ার পর তারা নিজ অংশ হতে করতে পারে। মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী বা আত্মীয়গণ যদি মৃত ব্যক্তির বাড়ির লোক জনের জন্য ঐ দিন বা রাত্রে খাবার পাঠায় তবে তা উত্তম। এ খাবার কেবলমাত্র বাড়ির লোকজনই খাবে অন্যদের জন্য খাওয়া নিষেধ।

(চ) দিন তারিখ নিদৃষ্ট করে তিজা, চল্লিশা, চাহরামে ইসালে সওয়াব করা জায়েজ। ইহা ফরজ ওয়াজেব নয়, মুস্তাহাব। পৃথিবীর, দুনিয়াবী বা ধর্মীয় সমস্ত কর্ম ইবাদত দিন তারিখ নিদৃষ্ট করেই করা হয়। ইহা হাদীস শরীফ হতেই প্রমানিত। জীবিত ব্যক্তিদের ইসালে সওয়াব করাতে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হন। দিন তারিখ নিদৃষ্ট করে ইসালে সওয়াব করাকে দেওবন্দী ওহাবীগণ বেদাত বলে প্রচার করছে ইহা তাদের গোড়ামী ও মুর্খামী। ইহা তাদের শরীয়ত বিরোধী মনগড়া মতবাদ।

প্রশ্ন ঃ-(২) আসসালামো আলাইকুম, জনাব মুফতী সাহেব, দয়া করে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দান করবেন। ? -ইতি মাওঃ আব্দুর রাকিব, কোলান, রানীতলা, মুর্শিদাবাদ।

(ক) বাচ্চা যদি মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হয় তবে তাকে কবরস্থানে মাটি দেওয়া চলবে কিনা ?

(খ) মৃত ব্যক্তির মাথায় চিরুনী করা জায়েজ কি না ?

(গ) জানাজার নামাজে হাত বেঁধে সালাম ফিরাতে হবে না হাত ছেড়ে ?

(ঘ) কোন পাগল যদি মারা যায় তবে তার জানাজার নামাজ সাবালকের দোয়া পড়তে হবে না নাবালকের দোয়া পড়তে হবে ?

(ঙ) কবরস্থানে খাওয়া, পান করা বা সিগারেট বিড়ি খাওয়া কি ?

(চ) জানাজার নামাজের পর দোয়া করা কি ?

উত্তর ঃ-২) (ক) বাচ্চা যদি মুসলমান হয় তবে তাকে কবর স্থানে মাটি দিবে।

(খ) উম্মূল মোমেনীন মা আযেষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা মৃত ব্যক্তির মাথায় চিরুনী করতে নিষেধ করেছেন। ইহাতে মৃত ব্যক্তি কষ্ট পায়।

(ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া ৪র্থ খন্ড ১৪,৩৩ পৃষ্ঠা)

(গ) জানাজার নামাজে চতুর্থ তাকবীর বলার পর হাত ছেড়ে ডানে বামে সালাম ফিরাবে।

(ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল, ৪৩৯ পৃষ্ঠা)

(ঘ) যদি নাবালক অবস্থায় পাগল হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত পাগল থাকে তবে নাবালকের জন্য যে দোয়া হয় সে দোয়া পড়বে। আর যদি সাবালক হওয়ার পর পাগল হয় তবে সাবালকের দোয়া পড়বে। (ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল, ১ম খন্ড ৪৪৩ পৃষ্ঠা)

(ঙ) কবরস্থানে খাওয়া পানকরা বা সিগারেট বিড়ি প্যান করা মাকরুহ।

(ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়া, ১ম খন্ড ৩৬২ পৃষ্ঠা)

(চ) জানাজার নামাজেরপর দোয়া করা জায়েজ ও মুস্তাহাব, আলা হযরত ইমামে আহমদ রেজা ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়ার ৪র্থ খন্ডে ১৯ পৃঃ হতে ২৩ পৃঃ পর্যন্ত বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন ঃ-(১) মুফতী সাহেব আমার সালাম নিবেন। পরে জানাই যে দেওবন্দ উলামাগণ গরু কোরবানী না দেওয়ার জন্য ফাতাওয়া জারী করেছে। এই ফাতাওয়া বাংলা সংবাদ পত্রিকায় ১৬ই নভেম্বর অর্থাৎ বকরাঈদের আগের দিন প্রকাশিত হয়েছে। ইহা দেওবন্দ মাদ্রাসার সহ-উপাচার্য্য মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেবের বক্তব্য।
আমার প্রশ্ন এই ফাতাওযা ভুল না সঠিক ? দেওবন্দীদের উপর শরীয়তের কি হুকুম ?
-ইতি মাওঃ শামীমউদ্দিন, সিউড়ী, বীরভূম ।

উত্তর ঃ-১) কোরআন শরীফ ও হাদীসে রাসুল হতে গরু কোরবানী করা প্রমানিত। গরু কোরবানী করা হিন্দুস্থানে ইসলামী নিদর্শনের মধ্যে একটি নিদর্শন। কোথাও যদি কেউ বাধা দেয় তবে সেখানে গরু কোরবানী করা ওয়াজেব। কোরআন হাদীস হতে প্রমাণিত কোন বিষয়ের উপর বাধা দেওয়ার কারো কোন অধিকার নাই। দ্বীনের শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে দ্বীনের দুষমনী করা অর্থাৎ ইহা দ্বীনেরই শত্রুতা করা কিয়ামতের দিন তাদেরকে একই রশিতে বাঁধা হবে। গরু কোরবানী করা মুসলমানদের দ্বীনি হক।

মুশরিকদের কারণে গরু কোরবানী বন্ধ করার আবেদন করা মুশরিকদের কেই সমর্থন করা। গরু কোরবানী করা ইসলামী নিদর্শন। হিন্দু বা মুশরিকদের খাতিরে বন্দ করতে বলা হারাম। হিন্দুস্থানে গরুর কোরবানী প্রচলিত রাখা ওয়াজেব।

(আলা হযরত ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়ার ৮ম খন্ডে ৪৪৩ পৃষ্ঠা হতে ৪৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ সম্পর্কে দলিল সহকারে আলোচনা করেছেন।)

দেওবন্দ মাদ্রাসার সহ উপাচার্য মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেবের বক্তব্য কোরআন হাদীস ও শরীয়ত বিরোধী, তার বক্তব্যের উপর আমল করা হারাম।

মৌঃ আশরাফ আলী থানবী, খলিল আহমদ আম্বেঠী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, কাসেম নানুতুবীদের কুফরী আকিদার জন্য আরব আযমের মুফতীগণ তাদের কাফের ও মুরতাদ বলে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। তাদের মান্যকারীগণকে দেওবন্দী বলে। যারা তাদের কুফরী আকিদাগুলি জানার পরও তাদের মুসলমান মনে করবে তারাও কাফের ও মুরতাদ।

প্রশ্ন ঃ-(১) মুফতী সাহেব, সালাম নিবেন। আমার প্রশ্ন (ক) কোন ধর্মীয় জালসার মঞ্চে কোন মহিলাকে ওয়াজ বা নায়াত বলার জন্য নিয়ে আসা জায়েজ না না-জায়েজ ? (খ) সুন্নী জামায়াতের কোন সভাতে লোক সমাগমের জন্য লা-মাজহাবী দেড় ফুটের মাওলানাকে আনা কি জায়েজ ? -ইতি কারী আবুল কালাম, ভগবানগোলা, মুর্শিঃ ।

উত্তর ঃ-১) (ক) কোন ধর্মীয় জালসার মঞ্চে কোন মহিলাকে ওয়াজ বা নায়াত বলার জন্য নিয়ে আসা না-জায়েজ। তাকে সমর্থন করাও না-জায়েজ। নারীদের শরীরের মত আওয়াজের ও পর্দা করা ফরজ।

(খ) সুন্নী জামায়াতের সভাতে অধিক লোক সমাগমের জন্য কোন লা-মাজহাবকে নিয়ে আসা সে দেড় ফুটের হোব কিংবা আট ফুটের হোক তা নাজায়েজ ও হারাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতূর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ

ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

খলিফায়ে রাইহানে মিল্লাত মুফতী মোঃ নাইমুদ্দিন রেজবী ক্বাদেরী

–ঃ পূর্ব প্রকাশিতের পর ঃ–

আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ১০ই শওয়াল ১২৭২ হিজরী ১৪ই জুন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ধর্মীয় শিক্ষিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

চান্দ্র মাসের হিসাবে ৬৭ বৎসর কয়েক মাস বয়সে ২৫খে শফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ২৮শে অক্টোবর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। প্রতি বৎসর উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহরে ২৩,২৪,২৫শে শফর তাঁর বাৎসরিক ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়।

আলা হযরত আলায়হির রহমা বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় চৌদ্দশত পুস্তক রচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি বিশেষ পুস্তক "আন্নাহিউল আকিদো আনিস সালাতি ওয়ারায়ে আদিত তাকলিদ" (১৩০৫ হিজরী)। উক্ত পুস্তকের কিছু মূল বিষয় যা মালিকুল উলামা মুফতী জাফরুদ্দিন বিহারী "হায়াতে আলা হযরতে" বর্ণনা করেছেন তার কিছু অংশ এই সংখ্যায় বর্ণনা করা হল।

সাধারণ মানুষের ধারণা যে সুন্নী ও হানাপী একই ইহা ঠিক নয়। কেননা ইহার মধ্যে "আম খাস মিন ওয়াজহিন এর সম্পর্ক" অর্থাৎ যারা সুন্নী তারাই হানাফী বা যারা হানাফী তারাই সুন্নী ইহা সঠিক নয়।

সুন্নী ঃ–সুন্নী তাদেরই বলা হয় যাদের আকিদা আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের ইমাম আবু মানসুর মাতরুদী ও ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী এর মত হবে। যদিও কিছু আংশিক মাসলায় তারা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বেলী মতবাদের হয়। সকলেই সুন্নী।

হানাফী ঃ–ইমামূল আইয়েম্মা ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লঅহু তায়ালা আনহুর মুকাল্লিদ বা অনুসারী তারাই হানাফী। কিন্তু আকিদার দিক হতে তাদের কেউ সুন্নী বা কেউ মুতাজেলী বা ওহাবী হতে পারে।

সুতরাং সমস্ত হানাফী সুন্নী নয় এবং সমস্ত সুন্নী হানাফী নয়। কেউ শাফেয়ী, কেউ মালেকী কেউ হাম্বেলী মাজহাবের সুন্নী আছেন। চার মাজহাব মান্যকারীদের যদি আকিদা আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত মোতবেক হয় তবে সকলেই সুন্নী। কিন্তু আকিদা সুন্নী যদি না হয় তবে সে বাতিল মতবাদের মধ্যে গন্য হবে যদিও সে মাজহাব মান্যকারী হয়। যেমন জাফরুল্লাহ জামাকসারী মুতাজেলী এবং মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব ও তার মান্যকারীদের ওহাবী নাজদী বলে। এই ওহাবীদের মধ্যে কিছু মাজহাব মান্যকারী আছে যেমন ভারতে দেওবন্দী যারা ভারতে সান্নী হানাফী বলে দাবী করে কিন্তু আকিদার দিক হতে তারা ওহাবী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবার ওহাবীদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা মাজহাব অস্বীকারকারী তারা গায়ের মুকাল্লিদ (লা মাজহাব)। যেমন নাজির হোসেন দেহলবী, নবাব সিদ্দিক হাসান ভূপালী, সানাউল্লাহ অমৃতসারী।

ওহাবী কাদের বলে ঃ- মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নাজদীর কুফরী ও শেরকী আকিদা বলী মান্যকারীদের ওহাবী বলে। যদিও তারা কোন আংশিক মসলায় কোন ইমামের অনুসরণ করে। যেমন মৌলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মৌলবী আশরাফ আলী থানবী এবং উলামায়ে দেওবন্দ। তাদের আকিদা ওহাবী নাজদীর কুফরী শেরকী আকিদারই মত। সামান্য পরিমাণে কোন পার্থক্য নাই।

বিশ্বের লোক ওহাবী গায়ের মুকাল্লিদগণকে জানে। তাদের মসলার দিকে লক্ষ্য করলে মনে হবে ইহা একটি তামাশা। এ কারণে সুন্নী মুসলমান তাদের পিছনে নামাজ পড়ে না। উলামায়ে দেওবন্দকে ওহাবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যেমন রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ওহাবী কাদের বলা হয় ? আব্দুল ওহাব নাজদীর আকিদা কেমন ছিল ? সে কি মাজহাব মান্যকারী এবং সে কেমন ব্যক্তি ছিল ? নাজদী আকিদা ও সুন্নী হানাফী আকিদার মধ্যে পার্থক্য কি ?

তার উত্তরে সে বলে–মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের মান্যকারীদের ওহাবী বলে। তার আকিদা ভাল ছিল। হাম্বেলী মাজহাব মান্যকারী ছিল। অবশ্য তার মেজাজ কঠিন রুক্ষ ছিল। কিন্তু সে এবং তার মান্যকারীগণ ভাল। শরীয়তের সীমা অতিক্রম করার জন্য ফাসাদ এসে গিয়েছিল। আকিদা সকলেরই এক ছিল আমলে পার্থক্য ছিল।

মৌলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীকে আরও প্রশ্ন করা হয় যা ফাতাওয়ারে রাশিদীয়ার ১ম খন্ড ৬ পৃষ্ঠা ১১ নং প্রশ্নে উল্লেখ আছে– যদি কোন গায়ের মুকাল্লিদ আমাদের সঙ্গে জামায়াতে দাঁড়ায় এবং রফা ঈদাইন করে, আমিন উচ্চস্বরে বলে তবে তাদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের নামাজের কোন ক্ষতি হবে কি ?

উত্তর- কিছু ক্ষতি হবে না। এই রকম ঘৃণা করা ঠিক নয়। তারাও হাদীসের উপর আমল করে যদিও তাদের মধ্যে কিছু নাফসানিয়াত আছে। কিন্তু কর্মতো ভাল।

উক্ত কেতাবের ৫ পৃষ্ঠার ৭ নং প্রশ্ন দেখুন–প্রশ্ন ঃ–গায়ের মুকাল্লিদদের (লা মাজহাবী) মধ্যে কি খারাবী আছে।

উত্তর–মুজতাহিদীনদের খারাপ বলা, তাকলিদ কে শিরক বলা, মাজহাব মান্যকারী মুসলমানকে মুশরিক মনে করা ইহা তাদের নাফসানী কর্ম, ইহা খারাপ। হাদীসের উপর আমল করা আল্লাহর ওয়াস্তে ভাল। হাদীস সমূহের উপর আমলকারী মুকাল্লিদ হউক অথবা গায়ের মুকাল্লিদ।

রশিদ আহমদের উল্লিখিত তিনটি ফাতাওয়া হতে প্রমাণিত যে, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর নিকটে ১) মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের মান্যকারীদের ওহাবী বলে। ২) তার আকিদা ভাল ছিল। ৩) সে হাম্বেলী মাজহাব মান্যকারী ছিল। ৪) তার মেজাজে কঠিন রুক্ষতা ছিল।

৫) মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব ও তারা মান্যকারীগণ ভাল। ৬) সীমা অতিক্রম করায় ফ্যাসাদ এসেছিল। ৭) আকিদা সকলেরই এক ছিল। ৮) আমলে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বেলী পার্থক্য ছিল। ৯) গায়ের মুকাল্লিদের সঙ্গে নামাজ পড়লে কোন ক্ষতি নাই। ১০) এ রকম রেষারেষী করা ভাল নয়। ১১) গায়ের মুকাল্লিদ মনগড়া হাদীসের উপর আমল করে। ১২) গায়ের মুকাল্লিদ মুজতাহিদিনদের খারাপ বলে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৩) ইমাম মান্য করাকে শিরক বলে। ১৪) মাজহাব মান্যকারী মুসলমানদের মুশরিক বলে । ১৫) নফসানী আমল করে। ১৬) মাজহাব মান্যকারী ও অমান্যকারী সকলেই হাদীসের উপর আমল করে ইহা ভাল কর্ম।

মৌলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর ফাতাওয়া হতে ইহা পরিস্কার যে সে নিজে ওহাবী মাজহাব মান্যকারী ব্যক্তি। আর মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব ইসলামের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টিকারী, পথভ্রষ্ট, গোমরাহ, জাহান্নামী। তারই মসলা মান্যকারী মৌলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী। তায় উল্লিখিত ফাতাওয়া গুলি ভুল ও শরীয়ত বিরোধী।

ভারতবর্ষে ওহাবী নাজদীর গুরুদেব ইসমাইল দেহলবী সম্পর্কে রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে- প্রশ্ন-ইসমাইল দেহলবীকে কাফের মারদুদ বললে কি হবে ? তার সঙ্গে কাফেরের মত ব্যবহার করা কি ?

উত্তর ঃ-মৌলবী ইসমাইল দেহলবীকে তাবিল করে যারা কাফের বলে ইহা ভুল। তাকে কাফের বলা বা তার সঙ্গে কাফেরের মত ব্যবহার করা উচিৎ নয়। যেমন রাফেজীদেরকে অধিকাংশ উলামা কাফের বলে না। যদি ও তারা শায়খইন ও সাহাবী হযরত আলীকে কাফের বলে।

মৌলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তাকবিয়াতুল ইমান কেমন কিতাব এবং তার লেখককে কাফের বললে তার উপর কি হুকুম ?

উত্তর ঃ-তাকবিয়াতুল ইমান অত্যান্ত সঠিক ও ইসলাহী ঈমানী কিতাব। কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা আছে। তার লেখক ইসমাইল দেহলবী একজন গ্রহণ যোগ্য ব্যক্তি, ওলিয়ে কামেল, মুহাদ্দীস, ফকিহ। ইহাকে যদি কেউ কাফের বলে বা খারাপ মনে করে তবে সে শয়তান ও মালাউন।

তার উল্লিখিত ফাতাওয়া হতে বুঝা গেল যে, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী কতবড় শয়তান যে শায়খাইন ও হযরত আলীকে কাফের বলে ও রাফেজীগণ কাফের হবে না। নাউজুবিল্লাহ। সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত এর উলামাদের নিকট শায়খাইন বা হযরত আলীকে কাফের বললে সে কাফের হবে।

আর ভারতবষ্যে ওহাবীদের এজেন্ট ইসমাইল দেহলবী এবং তার তাকবিয়াতুল ঈমান সর্ব প্রথম ধর্মীয় আগুন জ্বালিয়েছে এবং মুসলমানদের মধ্যে ফেতনার সৃষ্টি করেছে। আর তার কেতাবের মধ্যে শিরক ও কুফর বাক্যে পরিপূর্ণ। আর সেই কিতাবকে রশিদ আহমদ বলেছে আইনে ঈমান। আশ্চর্য !

মৌলবী ইসমাইল দেহলবীই হচ্ছে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় নেতুত্ব যেমন আশরাফ আলী থানবী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, খলিল আহমদ আম্বেঠী, কাসেম নানুতুবীদের নেতা গুরুদেব। এই নেতৃবৃন্দ উলামাদের কুফরী বাক্যের কারণে মক্কা মদিনা শরীফের ৩৩ জন মুফতী ও মুহাদ্দেসীন এবং ভারতবর্ষের ২৬৮ জন মুফতী কাফের ও মুরতাদের ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।

আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডনে শতাধিক পুস্তক রচনা করে সুন্নী মুসলমানদের ঈমানের হেফাজত করেন। রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

----------চলবে----------

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবিতাবলী

আমার কান্না এখনও মরেনি

মাজরুল ইসলাম

আমার কান্না এখনও মরেনি
পর্ণমোচীর মত কাঁদাচ্ছ–
চোখে জল, কিম্‌বা ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে
চলোর্মি-প্রহত আসরে নাচগান
কী মতলবে এখানে নিয়ে এসেছ ?

চির পরিচিত সেই চলিষ্ণু জীবন.....
ঔ যাঃ !
আমার কান্না এখনও মরেনি

ফুটে উঠে নারকীয় স্মৃতি

মাজরুল ইসলাম

....সম্পর্ক উৎসবের এপিঠে-ওপিঠে
মতলবের পাশা খেলা
আমরাও বেশ্যা মশাই.....নবাঙ্কুর !
এক ইতিহাস, বই ছেঁড়া পাতা
মৃত্যুর উপসর্গ দেখা যাচ্ছে–
মুক্তি চাবি না দিয়ে
ধ্বংসের জেলখানায় বন্দি রাখা
এই উৎসব পর্বে
ফুটে উঠে নারকীয় স্মৃতি !

খরায় পাট চাষ

আব্দুস সোভান

বিনা পানিতে পাটের জাগ
পাট-ছোড়ানী লিছে এখন
ষোল আনায় সাতের ভাগ।
খাজন্না-ভূতি পাটের দাম
কিনা নাঙ্গলে চাষ করতে
খাওয়া-দাওয়া আসল কাম।
সারে-বিষে করনু চাষ
ছ্যাচ-দিনু আর লিড়্যান দিনু
পাট হলো তাও
পানী ব্যগর সর্বনাশ
খরা খরা বলছে দ্যাশে–
চাষের বলদ, চাষের জমি
না হয় এখন বেঁচব শ্যাবে।
গাঁয়ের গরীব, মাঠের চাষা–
কী পায় এরা ?
প্রকাশ করার নেই কো ভাষা।
খরার সময় পুড়ে খরায়
বানের সময় তলিয়ে যায়–
সারা বছর পাইনা খেতে–
অসুখ হলে শ্মশান যায়।
এরাই দেশের আসল শক্তি
ভোটের সময় ভোট জোগায়
রাজা-গজা দেশে এলে
পাল-পার্বনে শাঁখ বাজায়।
ধানের জমিতে পাট বুনেছি
পানী ব্যাগর করব কী ?
খাল-বিল সব শুকিয়ে গেল
মরন ছাড়া উপায় কি ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উদাহারণহীন বাদশাহ হযরত ওমর

(রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বি,ইসলাম

সেনাপতি আমর বিন আস মুসলীম বাহিনী নিয়ে প্যালেস্টাইন অধিকারের জন্য গমন করেন। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বায়তুল মুকাদ্দাস বা জেরুজালেম অবরোধ করেন। জেরুজালেমের খৃষ্টানগণ নিজ দূর্গমধ্যে অবস্থান রতবস্থায় আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। এই সময় আবু উবাইদা সিরিয়ার প্রান্ত হতে যুদ্ধে জয়লাভ করে এসে আমর বি আসের মুসলীম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। দুই সেনাপতি ও মুসলীম বাহিনীর যুগলবন্দিতে মুসলীমদের শক্তি দ্বিগুন বৃদ্ধি হল। জেরুজালেমের যুদ্ধরত খৃষ্টানদের শেষ বাসনাও বিলীন হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে তারা প্রস্তাব পাঠাল, যদি খলিফা হযরত ওমর স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন তবে আমরা মুসলীম বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করব। যুদ্ধ করব না। সেনাপতি আমর বিন আস ও সেনাপতি আবু উবাইদা পরামর্শ করে মুসলীম জাহানের খলিফা ও বাদশাহ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট দূত মারফৎ প্রস্তাবটি মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন।

সংবাদ পেয়ে হযরত ওমর তাঁর পরামর্শ সভা আহ্বান করে এ প্রস্তাব নিয়ে পরামর্শ করলেন। সর্ব শেষে অধিকংশের মতে খলিফার সেখানে যাওয়াটাই স্থির হল। আমিরুল মোমেনীন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর মদিনার ভার অর্পন করে ষোল হিজরীতে জেরুজালেমের পথে যাত্রা করলেন।

জগত দেখল, জানল, ইসলাম জগতের খলিফা কে এরং কেমন। তিনি তখন পৃথিবীর অচিন্ত্যনীয় মহা শক্তিধর শাসক বা সম্রাট। যাত্রা কালে বাজলনা কোন বাদ্য, ধ্বনিত হল না কোন তোপধ্বনী, সজ্জিত হল না পথিমধ্যে কোন তৌরণ, সঙ্গে চললনা কোন বিশাল বাহিনী, সঙ্গি হল না কোন দেহরক্ষী। এক দিকে তিনি সম্রাট অন্য দিকে আমিরুল মোমেনীন খলিফা। নিজ রাজ্য পরিদর্শনে, খৃষ্টানদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে মদিনা হতে একাকী চললেন জেরুজালেমের পথে, সঙ্গে মাত্র একটি উট, একটি মাত্র মানুষ। এ এক অপরূপ দৃশ্য, এ অভাবনীয় ও অচিন্ত্যনীয় ছবি পৃথিবী কোন দিন দেখেনী এবং ভবিষ্যতেরও দেখবে না। মনে নাই কোন ভয়, ভীতি, দূর্ভাবনা। এ যেন কোন এক সিদ্ধ তাপসের তপোভূমীতে যাত্রা।

মহান খলিফার নির্দেশ মত সিরিয়ার ঐ অঞ্চলের মুসলীম বাহিনীর সমস্ত সেনাপতিগণ জাবিয়া নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি সেখানে পৌছলে সকলেই তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। খলিফা সেনাপতিদের বেশভূষার জাঁকজমক দেখে বললেন–কি আশ্চর্য, এত শিঘ্র তোমাদের এত পরিবর্তন ! খোদার কসম ! তোমরা দুশো বৎসর এ ভাবে চললে আল্লাহ তোমাদের বদলে অন্য কাউকে কতৃত্ব প্রদান করবেন। তখন সেনাপতিগণ পরিস্থিতি অনুসারে কিছু কারণ ব্যাখ্যা করলে তিনি শান্ত হন।

তাঁর জেরুজালেম গমনের কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ–জেরুজালেমের খ্রীষ্টানদের প্রস্তাবটিকে সম্মান দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ–ঐ সমগ্র অঞ্চলটিকে স্বচক্ষে পরিদর্শন করা এবং নতুন সেনাধক্ষ্য আবু উবাইদার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত ওমর যখন মদিনা থেকে বের হয়েছিলেন তখন তাঁর শরীরে ছিল তালিযুক্ত জীর্ণ জামা। তা দর্শন করে সামরিক নেতাগণ তাঁকে একটি ভালো জামা গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। উত্তরে খলিফা বললেন–"আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইসলামে অশ্রয় দিয়ে ধন্য করেছেন, ভাল জামা, ভাল তুর্কী ঘোড়া আমার দরকার নাই। আমার মর্যাদার জন্য ইসলামই যথেষ্ট"।

উটের পিঠে আরোহন করে মদিনা হতে রওনা হয়েছিলেন। সহিস উটের রশি ধরে টেনে নিয়ে আসছিল। এক মাইল পথ অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহানুভব খলিফা সহিসকে বললেন–দাঁড়াও। তিনি উটের পিঠ হতে নামলেন এবং বললেন–এবার তুমি উটের পিঠে বস, আমি উটের রশি ধরে টানি। সহিস খলিফার এ কথা শোনার পর একেবারেই হতবাক, কিংকর্ত্তব্য বিমুঢ়। সহিস অনুরোধের সঙ্গে বলল–হুজুর, আমি আপনার গোলাম, আপনি আমার প্রভু, শাহানশাহ, আমিরুল মোমেনীন, আমি উটে চড়তে পারি না। ওটা আমার জন্য চরম বেয়াদবী। গোলাম যাবে উটে চেপে আর প্রভু বাদশাহ যাবে উটের রশি টেনে। খলিফা উত্তর দিলেন–প্রভুর জন্য আদব অপেক্ষা প্রভুর আদেশ নির্দেশ মান্য করা বড়। সুতরাং তুমি আমার আদেশ পালন করো। নতুবা আমি একাই যাব তুমি মদিনা ফিরে যাও। সহিস বাধ্য হয়ে খলিফার নির্দেশ মেনে উটে উঠে বসল। হযরত ওমর গোলামকে উটের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে রশি ধরে টেনে নিয়ে চললেন। এ এক চরমতম দৃষ্টান্ত, ইতিহাস। যা পৃথিবী কখনও দেখে নাই কল্পনা করে নাই ভবিষ্যতেও দেখবে না।

এ ভাবে পালাক্রমে একবার প্রভু একবার ভৃত্য উটের পিঠে চড়ে চলেছেন জেরুজালেমের পথে। জেরুজালেমের লোকজন খলিফার আগমনের সংবাদ শুনে প্রতিদিন বাইরে এসে তাঁকে সাদরে অভ্যার্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছেন। একদিন তারা দূর হতে দেখতে পেলেন উটের পিঠে আরোহন করে কে যেন আসছেন। তারা ব্যস্ত হয়ে গেলেন কিভাবে হযরত ওমরকে অভ্যার্থনা জানাবেন, এদিকে ঠিক জেরুজালেম পৌছানো সময় ভৃত্যের উটের পিঠে চাপার পালা পড়েছিল। ভৃত্য উটের পিঠে আর খলিফা স্বয়ং দড়ি ধরে টানছেন।

সকলে দেখলেন উট আস্তে আস্তে তাদের দিকেই আসছে। তারা দণ্ডায়মান হয়ে খলিফাকে গ্রহণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলেন। উট এসে উপস্থিত হল। সকলে উটে চড়া ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করে অবতরণ করাতে লাগলেন। তখন পিঠে চড়া ভৃত্য চিৎকার করে বলতে লাগলেন–ওগো জেরুজালেমবাসী ! আমি খলিফা ওমর নই যিনি দড়ি ধরে টানছেন তিনিই স্বয়ং খলিফা ওমর। আমি তাঁর ভৃত্য, আমি তাঁর গোলাম।

এ অপরূপ দৃশ্য, অকল্পনীয় ঘটনা জেরুজালেমের অধিবাসীগণ, পাদ্রীগণ, গন্যমান্য ব্যক্তিগণ স্বপ্নে নয় দিবালোকে সহস্র মানুষের সম্মুখেই দেখছেন। এ কোন বীর, কোন মহাবীর, কোন পুরুষ, কোন পুরুষোত্তম, মানবতার কোন দ্বীপ, মনুষ্যত্বের কোন মশাল। সকলের কণ্ঠে সম সুরে বেজে উঠল–হে বীর, হে মহান, হে আমিরুল মোমেনীন তোমার এ বীরত্বের নিকট জেরুজালেম কেন সমগ্র বিশ্ব জয় কিছুই নয়। জেরুজালেম আজ ধন্য তোমার পদ-স্পর্শে। সমগ্র মানবজাতীর মানবতা ও মনুষ্যকুলের মনুষ্যত্ব আজ তোমার আচরণে নতুন ভাবে প্রাণ পেল। তুমি ধন্য ইসলাম ধন্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

গল্প

ওয়াদা

-এম,এম,হক

গ্রাম নসীবপুর, একটা সময় বেশ নাম ডাক ছিল, এখনো আছে, তবে গ্রামটির চেহেরা আজ ভিন্নতর। অতীতে গেরস্থের ঘরে ঘরে গোলা ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, পুকুর ভরা মাছ ছিল। ফসলের মরশুমে গেরস্থের বাড়িতে বাড়িতে সদায় উৎসবের চেহেরা বিরাজমান ছিল।

এখন আর সে দিন নাই ! এখন চিত্রটা ভিন্নতর। সর্বগ্রাসি পদ্মা নদী গেরস্থের মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে। ফসলের মাঠে দাঁড়িয়ে যারা বুক ভরা নিঃশ্বাস নিত তাদের বুকগুলোকে হাহাকারে ভরিয়ে দিয়েছে।

কেবলমাত্র আল্লাহ পাকের করুনায় গ্রামের ভিটে মাটি টুকু অবশিষ্ঠ আছে, তবুও গ্রামটি আজও সর্বজনের কাছে পরিচিত।

কিন্তু সেখানেও পরিবর্তনের ছোঁয়া। কোঠা বাড়ির পরিবর্তে মাথা গজিয়েছে সুদৃশ্য ইমারত, চকচকে লাল মাটি কোথাও বা পিচ বাঁধানো রাস্তা, অধিকাংশ বাড়িতে শোভা পাচ্ছে বিনোদনের দুচাকা বা চার চাকার গাড়ি, এককথায় কি নেই ? পূর্বে যা ছিল তা অন্য রূপে বহু গুনে ফিরিয়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ। এজন্যই মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন "আল্লাহ তায়ালা যা করেন তা সকলের মঙ্গলের জনই করেন" অপরপক্ষে আল্লাহ তায়ালার এই দয়ার দানের বিনিময়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতেও কিন্তু গ্রামবাসীরা কসুর করেনি। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেছে একটি দ্বীনি মাদ্রাসা, যেখানে ইসলামী কায়দাকানুন পাঠরত আছে ছাত্র ছাত্রীরা এবং তার ব্যায়ভার বহন করছে গ্রামবাসী সকলে মিলে। গ্রামে প্রতিষ্টিত হয়েছে বেশ কয়েকটা ওয়াক্তিয়া ও জুময়া মাসজিদ । মাসজিদ গুলিতে মুসল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট পরিমানে। আর এই সবের মধ্যে দিয়েই সামান্য পরিমানে হলেও গ্রামবাসীরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের শুকরিয়া আদায়ের চেষ্ট করে চলেছে। আমার এই গল্পটা মূলতঃ এখান থেকেই শুরু।

অত্র গ্রামের কেন্দ্রীয় জুময়া মাসজিদ যাকে দূর দূরান্তের মানুষ এক ডাকে চিনে। বর্তমানে মাসজিদটিতে মুসল্লীদের বেশ কয়েকটি সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। যার মধ্যে অন্যতম মাসজিদে বিশেষ করে জুময়ার দিনে স্থানাভাব। মাসজিদের টুকিটাকি সংস্কার। বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ইত্যাদি। যার সমাধানের জন্য একটি আলোচনা সভা আহ্বান করা হয়েছে।

আলোচনা সভায় উল্লিখিত বিষয় গুলি নিয়ে সকলে আলোচনা করছেন। গ্রামের নেতৃস্থানীয় নহবত আলি তার আলোচনায় বললেন, মাসজিদের সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে সাথে সাথে আয়তন বৃদ্ধি করতে হবে। সেই সাথে রমজান মাসে প্রচণ্ড গরমে মুসল্লীদের বিশেষ করে বয়স্ক মুসল্লীদের তারাবীর নামাজ আদায় করতে কষ্ট পেতে হয়। বিদ্যুৎ থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়। ফলে একটি জেনারেটারের ব্যবস্থা করতে হবে।

নহবত আলীর প্রস্তাব একবাক্যে সকলে গ্রহণ করে, এমনকি মাসজিদের ইমাম সাহেব মাওলানা জিয়াউল ইসলাম পণন্ত একবাক্যে ইহা স্বীকার করেন। তিনি বেমালুম ভলে যান যে, রমজান মাস কৃচ্ছ সাধনের মাস, আর কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করার নামই সিয়াম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাই হোক দীর্ঘ আলোচনার পর সকলে একমত হন যে, আলোচনায় গৃহিত প্রস্তাব গুলি আসন্ন ঈদ মোবারক উপলক্ষে মানুষ যখন সকলে গ্রামে সমবেত হবে তখনই গ্রামের মানুষেল নিকট মাসজিদের উন্নয়নের প্রস্তাবগুলি পেশ করা হবে। ইমাম সাহেব সকলকে সালাম জানিয়ে সেদিনের মত সভা সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

পবিত্র রমজানের একমাস রোজা পালন করার পরে ঈদ মোবারক, সকলের মনে খুশির বন্যা আর এই শুভ মুহূর্তে মাসজিদ প্রাঙ্গণে আবার আহ্বান করা হয়েছে বিশেষ সভা আগের সভার সিদ্ধান্ত মত। উপস্থিতির সংখ্যা প্রথমদিকে নগন্য হলেও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আমাদের সকলের সময় জ্ঞান প্রখরতার কারণে ৩ ঘটিকার আহুত সভা আরম্ভ হল বৈকাল সাড়ে চার ঘটিকার সময় আসরের নামাজের পরে। সভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন মাসজিদের ইমাম সাহেব। তিনি অদ্যকার সভার উপস্থিত সকলকে সালাম মুবারকবাদ ও আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করে উপস্থিত সভাসদদের নিকট বললেন–

আপনারা জানেন এই জুময়া মাসজিদ আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের সকলের সম্পদ, একে রক্ষা করা, সংস্কার করা, উন্নতি বিধান করা, আমাদের সকলের কর্তব্য। আমরা গ্রামবাসী এই মাসজিদের উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করা মানে আল্লাহর উজ্জত ও সম্মান করা কেননা মাসজিদ হল আল্লাহর ঘর। বর্তমানে মাসজিদের অনেক কাজ বাকী তার মধ্যে জরুরী হল মাসজিদের সংস্কার সাধন এবং বিকল্প বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা গড়ে তোলা অর্থাৎ একটি জেনারেটার কেনা। যার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আপনাদেরকেই করতে হবে। আপনারা আপনাদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে আল্লাহর ঘরের উন্নতি বিধানে অংশ গ্রহণ করুন মহান আল্লাহ তায়ালা আপনাদের দ্বীন ও দুনিয়ার মঙ্গল দান করবেন।

পুনরায় সকলকে সালাম জানিয়ে ইমাম সাহেব বসে পড়েন।

সভাস্থল নিরব। এতক্ষণ সকলে ইমাম সাহেবের কথা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল। উপস্থিত জনতা ইতিউতি করতে থাকে একে অপরের মুখ চাওয়াচায়ী করতে থাকে।

নিরবতা ভঙ্গ করে মাতব্বর নিয়ামুদ্দিন মন্ডল বলেন–আপনার চুপ করে আছেন কেন ? বলুন আপনারা কে কত সাহার্য করবেন ? ওহে সোলেমান খাতা খানা বের করতো বাপু। আর খাতায় লিখে নাও কে কত টাকা সাহায্য করবে। তার নাম এবং পরিমানটা চট চট করে লিখে নাও। এই আহ্বানে সকলেই চুপ থাকলেও অপ্রত্যাশিত ভাবে সাড়া দেন মাসজিদের পাশের ভাঙ্গা চায়ের দোকানের মালিক রমজান আলি।

সোলেমান ভাই আমার নামে লিখুন পাঁচ হাজার টাকা।

সকলে মুখ ইতি উতি করতে থাকে, ব্যপার কি ! যার নুন আনতে পানতা ফুরাই সে কিনা–খাতা নিয়ে বসা সোলেমানকে আর অপেক্ষা করতে হয় না। উপস্থিত সবার মধ্যে একে অপরকে ছাপিয়ে যাবার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সাহায্যের খাতায় অঙ্কটা বাড়তে থাকে তরতর করে। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক গুন বেশী টাকার ওয়াদা সকলে মিলে করে ফেলেন। সম্প্রতি কলকাতায় ঠিকাদারী করা আব্দুল জলিল যার টাকার অঙ্ক অনেকের কাছেই আলোচনার বিষয়। তিনি বলেন–

Pdf By Syed Mostafa Sakib

টাকার অভাব হবে না, তবে ঠিকঠাক ভাবে কাজটা হওয়া চাই, যত তাড়াতাড়ী সম্ভব কাজ শুরু করা হোক। আমার নামে আপাততঃ পঞ্চাশ হাজার লিখুন, পরে আবার দরকার হলে বলবেন।

একথা বলেই তিনি তার হাঙ্ক বাইকে স্টাট দেন ও চলে যান। টাকার অঙ্কটাও কয়েক লাখে ছাড়িয়ে যায়।

মাসজিদের কাজ শুরু করা হয় জোর কদমে, মেঝেতে চকচকে মারর্বেল বসানো হয়। দেয়ালে এনামেল রং করা হয়, ওজুর জন্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থা, নতুন জেনারেটার, ইত্যাদি ইত্যাদি সবই হয় যে যার ওয়াদা মত টাকা ইমাম সাহেবের নিকট জমা করে দেন। কয়েকজনকে একটু তাগিদও দিতে হয়। তার মধ্যে রমজান আলিও আছে। তাকে টাকার কথা বললে সে উত্তর দেয়। ইমাম সাহেব টাকার অবাব নেই কাজতো চলছে। কাজ মিটে যাক, আমার টাকাও পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ।

ইদানিং মাসজিদের কাজে একটু বেশী পরিমানেই সাহায্য করেন রমজান আলি, দিনের বিশির ভাগ সময় মাসজিদেই কাটান। সমস্ত ব্যপারেই তার উদ্দোগটাই বেশী করে চোখে পড়ে। এক সময় মাসজিদের কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়। সকলের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া পরেও জামার অঙ্কটা যথেষ্টই থেকে যায়।

একদিন আসরের নামাজের পরে মুসল্লিরা সকলে ঘরের পথে, ইমাম সাহেব রমজান আলিকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন।

মাসজিদের দাওয়াই বসে ইমাম সাহেব বলেন–

রমজান ভাই মাসজিদের কাজতো শেষ ? আপনার টাকাটা জমা করে দিতে হবে। কারণ আবার মিটিং ডেকে সকলকে হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দিতে হবে। বুঝতেই তো পারছেন সমাজের কাজ !

সে জন্য কোন চিন্তা নাই ইমাম সাহেব। আমি গরীব মানুষ সেতো জানেন, অতটাকা একসাথে দেবার সামর্ধ আমার নাই সেটাও জানেন, তাই যে দিন হতে আপনাদের কথা দিয়েছি সেদিন হতে প্রতিদিন একটু একটু করে টাকা ব্যঙ্কে জমা করতে আরম্ভ করেছি। আপনি কাল আমার সাথে দয়া করে একবার ব্যঙ্কে যাবেন। রমজান আলি আমতা আমতা করে বলে।

পরের দিন দুজনে রওনা হয় টাকা তোলার জন্য। পথে রমজান আলি ক্রমশ্য পিছিয়ে পড়তে থাকে। একসময় ব্যঙ্কের কাছাকাছি এসে রমজান আলি ইমাম সাহেবের হাতদুখানা জড়িয়ে ধরে।

ইমাম সাহেব বলেন কি ব্যাপার রমজান ভাই ? এ রকম করছো কেন ?

রমজান আলি হাত দুখানা জড়িয়ে ধরেই বলে–আমার অবস্থাতো আপনার অজানা নয় ইমাম সাহেব ? পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া সামর্থ আমার কোনদিনই ছিল না আজও নেই, কিন্তু আল্লার ঘরের কাজে যাতে টাকার অভাব না হয় তার জন্য সকলের সম্মুখে আমি ওয়াদা করেছিলাম পাঁচ হাজার টাকার, যাতে আর সকলে আমার টাকার অঙ্ক দেখে তাদের দানের হাতকে আরও

Pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রসারিত করে দেন। হলও ঠিক তাই। সেটা আপনার অজানা নয়। তবুও যে দিন থেকে ওয়াদা করেছি সে দিন থেকেই বহু কষ্ট করে প্রয়োজনে একবেলা খেয়ে প্রতি দিন দশটা করে টাকা একটা জমা বাক্সতে ফেলতাম ও মাসের শেষে সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে আসতাম।

আমার ওয়াদার আজ ৩ মাস ২১ দিন হয়েছে। আর এখন আমার নামে ব্যাঙ্কে মোট ১১২০ টাকা জমা আছে। আপনাকে সেই টাকা তুলে দিচ্ছি। আপনার কাছে আমি আমার সম্মান ভিক্ষা চাইছি। আপনি আমার সম্মান রক্ষা করুন, আল্লাহ পাক আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবেন ইনশাল্লাহ।

রমজান ভাই কাতুতি মিনতি করতে থাকেন। ইমাম সাহেবও কি করবেন ভেবে পান না। অনেক ভেবে ইমাম সাহেব মেনে নেন। সিদ্ধান্ত হয় কেউ জানবে না, প্রয়োজনে ইমাম সাহেব টাকাটা দিয়ে সঠিক হিসাব জনগণের কাছে পেশ করবেন।

ইমাম সাহেবের কাছে রমজান ভাই কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েন। বলেন–

ইমাম সাহেব আপনার কৃতজ্ঞাতার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবো না সেটা সত্য কিন্তু এই টাকা আমি পুরণ করবই যদি আল্লাহ তায়ালা আমার হায়াত দেন, ঠিক এই ভাবে প্রতি দিন আমি টাকা জমিয়ে যাব। যতদিন আল্লাহর কাছে আমার ঋণ আমি শোধ করতে না পারবো। এটা আপনার কাছে ও মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট আমার ওয়াদা !

জানা অজানা

মুফতী ইসমাইল মানজারী

প্রশ্ন ঃ–পবিত্র কোরআনে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কয়টি নামের উল্লেখ আছে ?

উত্তর ঃ–সাতটি নামের। ১) মহম্মদ ২) আহমদ ৩) ত্বাহা ৪) ইয়াসিন ৫) আল মুজাম্মিল ৬) আল মুদাস্বির ৭) আব্দুল্লাহ (তফসীরে জালালাইন, ৩৬৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন ঃ–হযরত আদম আলায়হিস সালাম এর নাম আদম কেন হয়েছে ?

উত্তর ঃ–হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তাঁর পবিত্র শরীর গমের রঙের মাটি দিয়ে তৈরী হয়েছে এ জন্য "আদম" নাম হয়েছে। অন্য বর্ণনায় ইবরানী ভাষায় আদম মাটিকে বলে এর জন্য তাঁর নাম আদম হয়েছে। মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নায়িমী আলায়হির রহমা বলেন, আদম আদিমে হতে তৈরী যার অর্থ জাহেরী (প্রকাশ্য) জমিন (মাটি) যেহেতু তাঁর পবিত্র শরীর প্রকাশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার মাটি দিয়ে তৈরী সে জন্য তাঁর নাম আদম হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ–হযরত আদম আলায়হিস সালাম কত রকম ভাষায় জ্ঞান রাখতেন ?

উত্তর ঃ– হযরত আদম আলায়হিস সালামের সাত লাখ ভাষার জ্ঞান ছিল।

Pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন ঃ–হযরত আদম আলায়হিস সালাম দুনিয়ায় কত বৎসর জীবিত ছিলেন ?
উত্তর ঃ–ইহার বিভিন্ন মত আছে। ইমাম নববী বলেছেন এক হাজার বৎসর। ইবনে আবি খ্য়সামা বলেন ৯৬০ বৎসর। অন্য মতে লৌহ মাহফুজে এক হাজার লিখিত আছে, তওরাতে ৯৩০ বৎসর লিখিত আছে।

প্রশ্ন ঃ–হযরত আদম আলায়হিস সালাম এর জানাজার নামাজ কে পড়িয়েছিলেন ? কাফন কোথাকার ? গোসল কে দিয়েছিলেন ?
উত্তর ঃ–হযরত জিবরাইল আলায়হি সালাম বেহেস্ত হতে কাফন নিয়ে এসে নিজে গোসল দিয়েছিলেন এবং জানাজার নামাজ পড়িয়েছিলেন। অন্য বর্ণনায় হযরত সীস আলায়হিস সালাম পড়িয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ–হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দুনিয়ায় আগমনের পূর্বেই কোন ব্যক্তি ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর নবুয়ত প্রকাশের পূর্বেই কোন কোন ব্যক্তি ঈমান এনে মুসলমান হয়েছিলেন ?
উত্তর ঃ–এ রকম খোশ নসীব ব্যক্তি হচ্ছেন ১) ইয়ামানের বাদশাহ তোব্বা হোমায়রী ২) হাবিব ইবনে নাজ্জার ৩) জায়েদ ইবনে আমর।

আর নবুয়তের পূর্বেই যাঁরা ঈমান এনেছিলেন তারা হলেন ১) ওরাকাহ বিন নওফল ২) বাহিরা রাহেব।

প্রশ্ন ঃ–হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দাড়ি মোবারকের কয়টি চুল সাদা হয়েছিল?
উত্তর ঃ–উনিশটি চুল সাদা হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ–যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে পবিত্র কবরে নামানো হল তখন তাঁর ঠোঁট মুবারক নড়তে ছিল, ইহা কোন সাহাবী দর্শন করেন এবং হুজুর তখন কি বলছিলেন ?
উত্তর ঃ–হযরত কসম বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন আমি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ঠোঁট মুবারক নড়তে দেখি এবং আমি কান লাগিয়ে শুনি তিনি বলতে ছিলেন "রাবি উম্মাতি উম্মাতি"

প্রশ্ন ঃ–কোন কোন পশু জান্নাতে যাবে ?
উত্তর ঃ–১) আসহা বে কাহাফ এর কুকুর ২) হযরত ইসমাইল আলায়হিস সালামের মেষ ৩) হযরত সালেহ আলায়হিস সালামের উটনী ৪) হযরত উজায়ের আলায়হিস সালামের গাধা ৫) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বোরাক ৬) হযরত সোলায়মান আলায়হিস সালামের পিঁপড়া ৭) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আদ্বা নামে উটনী ৮) বানী ইস্রাইলের গাভী ৯) ইউনুস আলায়হিস সালামের মাছ ১০) বিলকিসের হুদহুদ পাখি ১১) ইয়াকুব আলায়হিস সালামের ভেড়িয়া। (নেকড়ে বাঘ)

প্রশ্ন ঃ–মোরগ যখন ডাকে তখন কি বলতে থাকে ?
উত্তর ঃ মোরগ যখন ডাকে তখন বলে "উজকুরুল্লাহা ইয়া গাফেলুন" হে গাফেল আল্লাহর ইয়াদ (স্মরণ) করো।

সংগৃহিত–হায়রাত আঙ্গিজ মালুমাত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইংরেজের দালালদের চিনে নিন

হাফেজ মোঃ মোস্তাকিম রেজবী
গোপালপুর নলহাটি বীরভূম

গত সংখ্যার পর–

ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস বইয়ের নাদান লেখক ও প্রকাশক এই রহস্য উদ্ঘাটন করলে নামধারী মুজাহিদগণের মুকোস খুলে যেত। এই ভঁইফোড় লেখক আব্দুল আলিম মাওলানা ফাজলে করীম আশরাফী সাহেবের "ইসলাম বিরোদী হইতে সাবধান" এবং মুজাহিদে আহলে সুন্নাত সেখ রবীউল ইসলাম সাহেবের "অভিশপ্ত মযহাব বা ওহাবী ফিৎনা" পুস্তক দুটির জবাব লিখতে গিয়ে এই আনাড়ী নিজের ফাঁদে নিজেই বন্দি হয়েছে।

আরে নাদান কয়েকখানা বাংলা পুস্তক ওপত্র পত্রিকা পড়ে মুফতি সেজে ফাতাওয়া দেবার অধিকার তোমাকে কে দিল ? ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস পুস্তিকায় ইল্মী কোন বক্তব্য রাখা হয়নি। ওহাবী দেওবন্দীদের মনগড়া প্রশংসা করা হয়েছে যার কোন ভিত্তি নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অবমাননা এবং চতুর্দশ শদাব্দির মহান মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা বারেলবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে গালাগালি দিয়ে সাড়ে সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা শেষ করেছে।

ওহাবী দেওবন্দীদের নেতা মৌলবী হোসেন আহমদ টান্ডবী "আশশিহাবুস সাকিব" নামক ১১১ পৃষ্ঠার পুস্তকে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মোটা মোটা ৬৪০টি গালি দিয়েছে। আজমোলুল উলামা হযরত মুফতী আজমাল শাহ সম্ভলী আলাইহির রহমা "রদ্দে শিহাবে সাকিব" পুস্তকে উক্ত গালির একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াসের লেখক হোসেন আহমদ টান্ডবী দেওবন্দীর সুন্নাত পালন করেছে। তা সত্তেও আমার কলম সীমা অতিক্রম করেনি।

এই মরদুধ ওহাবী লিখেছে–"আমার এই বই লেখার উদ্দেশ্যই হল উক্ত বোর্জগানে দ্বীনেদের বক্তব্য ফুটিয়ে তোলা এবং বিভ্রান্ত বিদআতী বেরেলী গোষ্ঠির প্রত্যেকটি অভিযোগের জবাব দেওয়া" (ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস পৃষ্ঠা ২)

আব্দুল আলিমতো কোন ছার, এর গুরু ঘন্টালেরা নাকানি চোবানী খাচ্ছে। আরে বেওকুফ আজেবাজে কিছু লিখলেই জবাব হয়ে যায় না। ওলামায়ে আহলে সুন্নাত দলিল সহকারে লিখি থাকেন। জবাব লিখলে দলিল সহকারে জবাব লিখতে হবে। "অভিশপ্ত মাযহব বা ওহাবী ফিৎনা" বিরাট মোটা পুস্তক। মুনাজারার ফলাফল এবং বিভিন্ন উলামায়ে কেরামের মতামত বাদ দিয়ে মূল পুস্তকটি ৪৩৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। এই পুস্তকের জবাব দেওয়া আব্দুল আলিমের চোঁদ্দ পুরুষের ক্ষমতা নেই। কেয়ামত পর্যন্ত কোন ওহাবী দেওবন্দী অভিশপ্ত মাযহব গ্রন্থের দলিল খন্ডন করতে পারবে না ইনশাল্লাহ। অভিশপ্ত মাযহাব বা ওহাবী ফিৎনা গ্রন্থের প্রতি লাইনের দলিল সহ সঠিক জবাব দিলে ২০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আব্দুল আলিম লিখেছে–"বর্তমান ঐতিহাসিকরা প্রমান করে দিয়েছে এবং বৃটিশ ভুঁইফেড় ঐতিহাসিক এবং ফিৎনাবাজ রিজাখানী বেরেলী আলেমদের মুখোস উন্মোচন করে দিয়ে জনসমাজ তাদের মুন্ডুপাত করেছেন।" এবং তাদের কৃতিত্ব জনতার সম্মুখে উলঙ্গ করে দিয়েছে"। (ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস পৃষ্ঠা ৭)

এই বেদ্বীন ওহাবী দেওবন্দীরা আধুনিক ঐতিহাসিক সেজে বিনা কারণে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতকে অপদস্থ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিনা প্রমাণে তোমাদের মনগড়া কাল্পনিক ইতিহাসের কোন মূল্য নাই। ওহাবী দেওবন্দীদের লেখনীতে প্রভাবিত হয়ে কয়েকজন অমুসলীম সাইয়েদ আহমদকে ইংরেজ বিরোধী বলেছে তা গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা সাইয়েদ আহমদ এবং ইসমাইল দেহলবীর উক্তি তাদের মতের পরিপন্থি। আমি ওহাবী দেওবন্দীদের পুস্তক থেকে প্রমাণ করে দিয়েছি যে, এই ওহাবী দেওবন্দীরা ইংরেজদের রাজত্বকে নিজেদের রাজত্ব বলে দাবী করেছে। ওহাবীরা (সাইয়েদ আহমদ, ইসমাইল দেহলবী এবং তাদের অনুসারীগণ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, আর ইংরেজ এদের রেশন-খাদ্য সামগ্রীর সুব্যবস্থা করেছে, ইংরেজ মাথার টুপি খুলে ওহাবী পাদ্রী সাইয়েদ আহমদকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। যদি তোমাদের হিম্মত থাকে বাপের সুপুত্র হও তবে ইংরেজের রাজত্বকালে যে সমস্ত ইতিহাস লেখা হয়েছে তা থেকে প্রমান দাও। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে লেখা কাল্পনিক মনগড়া ইতিহাস গ্রহণযোগ্য নয়। কিছু নামদারী আধুনিক ঐতিহাসিক সাইয়েদ আহমদ এবং ইসমাইল দেহলবীকে ইংরেজ বিরোদী বলিতেছে। কিন্তু সাইয়েদ আহমদের উক্তি তার বিপরীত যা ইতিপূর্বে ওহাবী দেওবন্দীদের পুস্তক থেকে প্রমান করে দেওয়া হয়েছে। এবার ইসমাইল দেহলবীর ফাতওয়া মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

"যখন মাওলানা ইসমাইল কলিকাতায় জিহাদ সম্পর্কে বক্তৃতা আরম্ভ করেছিলেন এবং শিখদের অত্যাচার সম্পর্কে বলতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফাতাওয়া দেন না কেন ?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন–ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কোন প্রকারের ওয়াজিব নয়। প্রথমতঃ আমরা ওদের প্রজা, দ্বিতীয়তঃ আমাদের মাজহাবী কাজ পালন করতে ওরা কোন প্রকার বাধা দেয় না। ওদের রাজত্বে আমরা সব দিক দিয়ে স্বাধীন। বরং ওদের প্রতি কেউ আক্রমণ করলে তার সহিত লড়াই করা এবং নিজেদের সরকারকে বাঁচানো মুসলমানদের প্রতি ফরজ।" (হায়াতে তাইয়েবা ২৯৬ পৃষ্ঠা)

ইসমাইল দেহলবীর ফাতাওয়াটি বার বার পড়ুন আর আব্দুল আলিম তথা ওহাবী দেওবন্দীদের আধুনিক ঐতিহাসিক নামধারী বৃটিশ দালালদের উক্তিগুলোকে যাঁচাই করুন। সাইয়েদ আহমদ এবং ইসমাইল দেহলবী দাবী করেছেন–ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ওয়াজিব নয়, নিজ সরকার (ইংরেজ)কে রক্ষা করা ফরজ। অথচ আধুনিক ঐতিহাসিক নামধারীরা এদের বিপরীত কথা বলে ধাপ্পাবাজী করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। এই ফেৎনাবাজ ধাপ্পাবাজদের প্ররোচনা থেকে সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। (চলবে)

pdf By Syed Mostafa Sakib

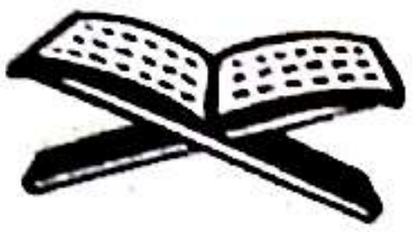

অন্ধ, তবু অন্ধ নন

মোঃ ফারুক হোসাইন, উঃ দিনাজপুর

অন্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ছিলেন ফার্সী কবি রুদাকী, ইংরেজ কবি মিল্টন, গ্রীক কবি হোমার এবং লেখিকা হেলেন কিলার। এড়া ছাড়া আরবী সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি বাশ্‌শার-বি-বোরদ, সিরিয়ার আবুল আলা আল্লামা আরবী এবং মিশরের বিশিষ্ঠ লেখক ত্বাহা হোসাইনের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা কাব্য সাহিত্যে এমন অবদান রেখেছেন যে যতদিন পৃথিবী থাকবে তত দিন তাদের নাম বিশ্ব ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। তারা অন্ধ হয়েও অন্ধ নন।

বাশ্‌শার-বিন-বোরদ ঃ— আরবী ভাষার খ্যাতনামা কবি বাশ্‌শার-বিন-বোরদ সপ্তম শতাব্দির শেষ দশকে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন একজন ক্রীতদাস এবং ইরানের খোরাসানের অধিবাসী। কবি বাশশার ছিলেন জন্মান্ধ। আল্লাহপাক তাকে চোখের জ্যোতি দেননি বটে কিন্তু দিয়েছিলেন অসাধারণ স্মরণ শক্তি এবং প্রখর বুদ্ধি। তিনি বসরার স্কুলে ভর্তি হবার পর শিক্ষকরা একবার যা বলতেন জীবনে তা কখনও ভুলতেন না। কেবল শোনা এবং মৌখিক পরিক্ষার মাধ্যমে তিনি স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করেন।

বাশ্‌শার-বিন-বোরদ একজন বড় মাপের কবি ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই ছিল অন্যায় অবিচার এবং দূর্নীতির বিরুদ্ধে। অন্যায় করলে তিনি খলিফাকেও খাতির করতে না। একবার খলিফার বিরুদ্ধে কবিতা লেখার অপরাধে আব্বাসীয় খলিফা আল মাহদী তাকে রাজ দরবারে তলব করেন। খলিফা কবিকে বললেন, আমার বিরুদ্ধে কবিতা লেখার পরিণিতি কি হতে পারে তা আপনি জানেন ?

খলিফার কথা শুনে কবি বাশ্‌শার-বিন-বোরদ বললেন–জানি, তবে মনে রাখবেন বাদশাহ নামদার ! আল্লাহ পাক আমাকে চোখের জ্যোতি দেননি বটে কিন্তু তিনি আমাকে অন্যায়-অবিচার ঘৃণা করা ক্ষমতা দিয়েছেন প্রচুর। কবির একথা শুনে খলিফা তাকে বন্দি করার হুকুম দেন। কবির বয়স তখন ৯০ বছর। এই বৃদ্ধাবস্থায়ও তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করলেন না। বন্দীবস্থায় ৭৮৩ খ্রীঃ তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

রুদাকী ঃ—ফার্সী সাহিত্যের জনক হিসাবে পরিচিত অন্ধ কবি রুদাকী নবম শতাব্দির শেষ দিকে সমরখন্দের রুদাক জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ফার্সী সাহিত্যে একটি প্রবাদ আছে, "সাতজন কবির সাহিত্য কর্ম রেখে যদি বাকি সাহিত্য দুনিয়া থেকে মুছে ফেলা হয়, তবুও ফার্সী সাহিত্য টিকে থাকবে। এই সাতজন কবির একজন ছিলেন রুদাকী। অপর ছয়জন কবি হলেন–ফিরদৌস, হাফিজ, নিজামী, মাওলানা রুমী, সেখসাদী এবং কবি জামী।

অন্ধ কবি রুদাকীকে স্বভাব কবিও বলা যায়। তিনি গ্রীক কবি হোমারের মত যে কোন মজলিসে কিংবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনর্গল কবিতা আওড়াতে পারতেন। তার স্মরণ শক্তি এত বেশী ছিল যে একবার যা আওড়াতেন পরে তা হুবাহু বলে দিতে পারতেন। তিনি যখন কবিতা আবৃত্তি করতেন, তখন তার ভক্তরা তা লিখে রাখতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশ্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে খন্ড কবিতা, দীর্ঘ কবিতা ও গজল বা গীতি কবিতা মিলিয়ে তিনি প্রায় তেরো লক্ষ পংতি লিখেছেন। পৃথিবীতে এত বেশী কবিতা খুব কম করিরই আছে।

রুদাকীর অধিকাংশ কবিতা সহজ সরল ভাষায় রচিত এবং নানা উপদেশে পরিপূর্ণ। তাঁর একটি কবিতা–

"জীবন আমাকে দিয়েছে অনেক শিক্ষা,
শিক্ষার কাছে জীবন নেয় যে দীক্ষা ॥
অপররেরসুখে হয়োনা তুমি দুঃখী,
তোমার সুখেতে হবেনা কেউ সুখী ॥

রুদাকী কেবল কবি ছিলেন না, তিনি একজন ভালো মানের গায়কও ছিলেন। বেহালায় সুর তুলে নিজের গজল এমন সুন্দর করে গাইতেন যে সবাই সে গজল শুনে তন্ময় হয়ে যেতেন। তার গজল গুলো কেবল মিষ্টি সুরের স্বাদেই নয় একটি গজল যেন মূল্যবান মুক্তাখন্ডের মতোই দামী। রুদাকীকে ফার্সী সাহিত্যের জনক বলা হলেও তিনি আরবী ভাষাতেও পন্ডিত ছিলেন। তিনিই প্রথম বিখ্যাত শিশুকোষ গল্পগ্রন্থ "কালিনা ওয়া দিমনা" আরবী সাহিত্যের অমর গ্রন্থ "আলিফ লায়লা" ফার্সীতে অনুবাদ করেন।

একজন অন্ধের পক্ষে এত কিছু করা কিভাবে সম্ভব হল ? এ প্রশ্নটি একবার রুদাকীকে করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "জীবনযুদ্ধে জয়লাভের জন্য যে সব হাতিয়ারের প্রয়োজন, অন্ধত্ব হচ্ছে সে সবের একটি। অন্য সব হাতিয়ার ধারালো থাকলে একটির অভাব আসলে কোন অভাব নয়।" একথার মাধ্যমে রুদাকী বলতে চেয়েছেন অন্ধত্ব আসলে সাফল্য লাভের ক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। তাইতো তিনি প্রমান করে গেছেন, অন্ধরাও অসাধ্য সাধন করতে ও জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে পারেন।

আবুল আলা আল্ মা'আরী ঃ–আরবী ভাষার কবি, দার্শনিক ও সুবক্তা আবুল আলা আলামা আরবী ৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার আলেপেপার কাছাকাছি মা আরবাতুল নুমান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। আলামা আরাবী জন্মান্ধ ছিলেন না। তাঁর বয়স যখন ৪ বছর তখন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টি শক্তি হারান। আরবী সাহিত্যে তিনি "শায়েরুল আমা বা অন্ধ কবি নামে পরিচিত। অন্ধ হলেও তাঁর স্মৃতি শক্তি ও প্রতিভা ছিল অসাধারণ। আলেপ্পাতে শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি বিদেশ ভ্রমণ শুরু করেন। তাঁর কিছু অনুরাগী, বন্ধু ও শিষ্য এ ব্যপারে তাঁকে সাহায্য করেন। ২০ বছর বিদেশ ভ্রমণ শেষে ৯৯৩ সালে নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে তিনি আলপাশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে দীর্ঘ ১৫ বছর শিক্ষকতা করেন। প্রায় সকল যুগের অধিকাংশ কবিই রাজা বাদশাহদের প্রশংসা করে কবিতা লিখে থাকেন কিন্তু আলামা আরবী ছিলেন এর ঘোর বিরোধী। তিনি বরং রাজা বাদশাহদের সমালোচনা করে কবিতা লিখতেন। এজন্য অনেকে তাঁকে ঠাট্টা করে বলতেন "মায়াহীন কবি"

কবি আলামা আরবী তাঁর দেশবাসীর কাছে ছিলেন অত্যান্ত জনপ্রিয়। মানুষের প্রিয় পাত্র হতে গেলে যতগুলো সৎগুনের প্রয়োজন, সেগুলোর কোনটারই অভাব ছিলনা তাঁর। আবুল আলামা আরবী কবিতা ও দর্শণ সম্পর্কে অনেক বই লিখে গেছেন। তাঁর রচনা প্রথিবীর বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। বিখ্যাত এই কবি ১০৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন মিল্টন ঃ–"প্যারাডাইজ লস্ট" কাব্য গ্রন্থের নাম প্রায় সকলেরই জানা। বাইবেলের কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত এই মহাকাব্যটি ১৬৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বিখ্যাত এই গ্রন্থটির লেখক ছিলের অন্ধ কবি জন মিল্টন। তিনি ১৬০৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। কবিতা চাড়াও তিনি গদ্য লিখতেন। ১৬৭৪ সালে নভেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ন মিল্টনের জীবন নিয়ে ব্যাপক গবেষনা হয়েছে।

হোমার ঃ–মিল্টনের পর গ্রীক মহাকবি হোমারের নাম সব চেয়ে বেশী আলোচনা হয়ে থাকে। তিনি একজন অন্ধ কবি ছিলেন। "ইলিয়াড" ও "ওডিসি" তাঁর বিখ্যাত রচনা। উলিয়াড এবং ওডিসি মহাকাব্য। হোমার প্রাচীন গ্রীক যুগের শিক্ষা ও সাংস্কৃতির এক বিচিত্র রূপ উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে ইলিয়াড হচ্ছে বীরত্ব ও বৈবাহিক কাহিনী নির্ভর। অপর দিকে ওডিসি হল কল্পনা প্রসুত কাহিনী। হোমারের জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা না গেলেও প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে তার নামটি অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত। ইতিহাসথেকে জানা যায় হোমার সর্বকালের একজন সেরা সাহিত্যিক ছিলেন। তবে হোমার নামে আদৌও কোন কবি ছিল কিনা তা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দিতে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দিতে এই বিতর্কের অবসান ঘটে। এবং পরবর্ত্তীতে তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়।

হেলেন কিলার ঃ– অন্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে পরিচিত ও সফলকাম হচ্ছে হেলেন কিলার। একজন অন্ধ, বোবা আর বধির,যে কেবল মাত্র সাধনা করে ২৪ বছর বয়সে সর্বোচ্চ নাম্বার নিয়ে বি,এ, পাশ করেন এবং পরবর্ত্তী কালেডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে জুন হেলেন কিলার জন্ম গ্রহণ করেন। অ্যর দশটা সাধারণ শিশুর মতই হেলেন কিলারের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু ১৯ বছর বয়সে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি বধির ও দৃষ্টি শক্তি হারান। ছয় বছর বয়সে হেলেন কিলার টেলিফোন আবিস্কার আলেক জানার গ্রহম বেলের সাহায্যে বধিরদের জন্য বিশেষ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান। এখানেই শিক্ষক অ্যান সুলিভানের সহযোগিতায় তাঁর পাঠ গ্রহণের কঠিন অধ্যাবসায়ের সূচনা হয়। তিনি শেষ পর্যন্ত রেডাক্লিক থেকে কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন তবে ডিগ্রি অর্জনের আগেই নিজ আত্মজীবনী "দা ষ্টোরি মাই লাইফ" প্রকাশিত হয়। The world I live in, আউট অব ডার্ক, মাই রিলিজিয়েন, তাঁর বিখ্যাত বই গুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৬৮ খ্রীঃ অন্ধ বধির ও বিশ্বখ্যাদ লেখিকা হেলেন কিলার ৮৮ বছর বয়সে পরলোকে গমন করেন।

ত্বাহা হোসাইন ঃ–ত্বাহা হোসাইন এমন একজন অন্ধ পন্ডিত ছিলেন যিনি দুই বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির অধিকারী ছিলেন। নিজের প্রতিভার জন্য তিনি বিশ্ব খ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর হতে পেরেছিলেন। শুধু কি তাই তিনি দুইবার মিশরের শিক্ষা মন্ত্রিও হয়েছিলেন। খ্যাতিমান এই ত্বাহা হোসাইন ১৮৮৯ সালে মিশরের এক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ডঃ ত্বাহা হোসাইন একাধারে গবেষক, সমালোচক, ছোট গল্প লেখক ও উপন্যাসিক ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১০৪টি। আরো অবাক করা বিষয় হচ্ছে ত্বাহা হোসাইন মাত্র এগারো বছর বয়সে আল আজহার বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আধুনিক আরবী সাহিত্যের এই খ্যাতনামা পন্ডিত ১৯৭৩ সালে ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

জন্মান্ধ কিংবা রোগের কারণে অন্ধত্ববরণকারী এ সব কবি সাহিত্যিক, লেখক ও জ্ঞানতাপস নিজেদের চেষ্টা, সাধনা, আত্মপ্রত্যায় ও অর্ন্তদৃষ্টির কারণে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন পৃথিবীর বুকে। চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে শারীরিক অক্ষমতাকেও যে জয় করা যায় এসব মনীষীরা তা দেখিয়ে গেছেন। মহাকালের পাতায় তাঁদের স্মৃতি তাই চীর অম্লান হয়ে থাকবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আখীয়ে পাক আয়নায়ে হিন্দ
হযরত সিরাজুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলায়হি

মুফতী মহম্মদ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

পূর্ব ভারতে যে সব উর্ধস্তরের আউলিয়ায়ে কেরাম এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আরিফ বিল্লাহ ওলিয়ে কামেল, কুতুবুল আকতাব, মিসতাহুস সালেকীন হযরত শায়েখ সিরাজুদ্দিন উসমান চিশ্‌তী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তিনি শায়েখ আখী সিরাজ আয়নায়ে হিন্দ নামে সুপরিচিত।

জন্ম ঃ—তিনি ৬৫৬ হিজরীতে উত্তর প্রদেশের উধ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, সেখানেই তিনি লালিত পালিত হন। তাঁর পূর্ব পুরুষ সেই স্থানেই বসবাস করতেন পরবর্তী কালে গৌড়ে আসেন যার বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ এবং এখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন।

শিক্ষা ঃ–শিক্ষা লাভ এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি যুবা অবস্থাতেই দিল্লি অভিমুখে রওনা হন। দিল্লি বহু পূর্ব হতেই জ্ঞান কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। দিল্লিতে বহু আলেম উলামা, ওলি-আউলিয়া, সুফী দরবেশ আরাম করিতেছেন। সেই স্থানেই শায়েখ ফরিদুদ্দিন গঞ্জে শকর (জন্ম ৬০৯ হিজরী, বেশাল ৬৬৮ হিজরী) রহমাতুল্লাহ আলায়হির প্রধান খলিফা সুলতানুল মাশায়েখ হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া সুপরিচিত মাহবুবে আলায়হি বাদায়ূনী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সঙ্গে সাক্ষাত হয়। শায়েখ খাজা নিজামুদ্দিন আওলিয়া (জন্ম ৬৩১ হিজরী বেশাল ৭২৫ হিজরী) রহমাতুল্লাহি আলায়হির মুরিদ ও খলিফা আগণিত ছিল কিন্তু তাঁর মধ্যে আয়নায়ে হিন্দ ও শায়েখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হিম পৃথিবীতে সুবিখ্যাত।

সুলতানুল মাসায়েখ হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া রহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত সিরাজুদ্দিন চিস্তী রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে খেলাফৎ প্রদানের সময় বিলায়েতের দৃষ্টিতে দর্শন করেন যে তার পূর্ণাঙ্গ ইলম সমাপ্ত নয়। আল্লামা মুহাদ্দীস হক দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি আখবারুল আখইয়ার পুস্তকের ২৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে (তিনি আফশোষ করে বললেন) যে এ কর্মের প্রথম স্তর হচ্ছে ইলম। কিন্তু শায়েখের মধ্যে ইহার অসম্পূর্ণতা। ইহার ফলে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে মাওলানা ফখরুদ্দিন জারদারী বলেন যে হুজুর আমি তাঁকে ছয় মাসে আলিম করে দিব। তারপর তিনি মাওলানা জারদারীর দ্বারা ইলম অর্জন করেন এবং ছয় মাসেই ইলম অর্জন করা সমাপ্ত করেন। দ্বীনের জ্ঞান এবং আরবী ব্যাকরণে এমন পারদর্শিতা অর্জন করেন যে তার সঙ্গে মোকাবেলা করার সাহস কারো হত না। ইঁহার পর তিনি মাওলানা রুকুনুদ্দিন আন্দরকাতী দ্বারা নুহ, কাফিয়া, মুফাসসাল ও মুখতাসারুল কুদরী এবং ফেকাহ এর কেতাব মাজমাউল বাহরাঈন শিক্ষা লাভ করেন।

ইজাজাত ও খেলাফৎ ঃ–যখন মাহবুবে ইলাহী তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের পারদর্শিতা দর্শন করলেন তখন তাঁকে চিস্তী সিলসিলার ইজাজত ও খেলাফৎ প্রদান করে বলেন–"ইয়েঁ আয়নায়ে হিন্দ আস্ত" অর্থাৎ এ (সিরাজুদ্দিন) হিন্দুস্থানের আয়না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাংলার খেলাফৎ ঃ–হযরত সিরাজুদ্দিন নিজ পীর মুর্শিদের বেশালের পর তিন বৎসর দিল্লিতে অবস্থান করে পূর্ব ভারত বর্তমান পশ্চিম বাংলায় আসেন। বাংলার খেলাফৎ প্রাপ্তের সময় নিজ পীর মুর্শিদ কে আবেদন করেছিলেন–হুজুর ঐ এলাকায় বড় আলিম ফাযিল প্রভাবশালী বোযর্গ শায়েখ আলাউদ্দিন অবস্থান করছেন। সেখানে আমি কি ভাবে থাকবো ? তখন তিনি বললেন–কোন চিন্তা করো না, সে তোমার খাদিম হয়ে যাবে। পরে তাহাই হল অর্থাৎ ঐ এলাকার মধ্যে সর্ব প্রথম তার মুরিদ হন শায়েখ আলাউদ্দিন আলাউল হক পান্ডুবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

তিনি বাংলায় আসার পর তখনকার বহু আমীর উমরাহ গন্য মান্য জ্ঞানী গুনীজন তাঁর মুরিদ হয়ে গিয়েছিলেন। বহু পথহারা মানুষ পথ পেয়েছিলেন। বাংলা তাঁর দ্বারাতে এমন আলোকিত হয়েছিল যে আজও সে আলো প্রজ্বলিত হয়ে আছে।

পূর্ব ভারত বলতে পশ্চিম বাংলা বর্তমান বাংলাদেশ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, পূর্ব উত্তর প্রদেশ। এ এলাকায় যে চিস্তীয়া সিলসিলার আলো পাওয়া যায় তা তাঁরই অবদান।

খলিফা ও জা-নাশীন ঃ–হযরত মাখদুম শাহ আলাউল হক রহমাতুল্লাহি আলায়হির (জন্ম ৭০১ হিজরী এবং বেসাল ৮০০ হিজরী) তাঁর প্রধান মুরিদ এবং খলিফা ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বিরাট ধনী ও মালদার ছিলেন। আভিজাত্যের সঙ্গে চলা ফেরা করতেন। তারপর যখন আয়নায়ে হিন্দের মুরিদ হলেন তখন হতে সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে পীরের সাহচর্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং পীরের দৃষ্টিতে এক উচ্চস্থানে পৌঁছে ছিলেন। আয়নায়ে হিন্দ যে সমস্ত ফায়েজ ও বরকত মাকাম অর্জন করেছিলেন মাহবুবে ইলাহী দ্বারা সে সমস্ত ফায়েজ , বরকত ও মাকাম শায়েখ আলাউল হক পান্ডুবীকে অর্পন করে জা-নাশীন নিযুক্ত করেন।

আয়নায়ে হিন্দ নিজ বাসস্থান হতে উত্তর পশ্চিমে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দুরে পান্ডুয়া শরীফে চিস্তী সিলসিলার একটি শাখার ভিত্তি স্থাপন করেন। এই স্থনেই বর্তমান হযরত মাখদুম শায়েখ আলাউল হক রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মাজার শরীফ।

আয়নায়ে হিন্দের খলিফা ঃ–(১) হযরত শায়েখ নুরুল হক ওয়াদ্দীন ইবনে শায়েখ আলাউল হক পান্ডুবী (জন্ম ৭২২ হিজরী, বেসাল ৮১৩ হিজরী) (৩) মাখদুম মির সাইয়েদ জাহাঙ্গীর আশরাফ সিমনানী (জন্ম ৭৭০ হিজরী, বেসাল ৮৭১ হিজরী)

লিখনী ঃ–আয়নায়ে হিন্দের লিখনীর সংখ্যা সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক সমূহের নাম হিদাইয়াতুন নুহ , মিজানুস সার্ফ, পানছে গঞ্জু প্রভৃতি।

বেসাল ঃ–আয়নায়ে হিন্দের বেসাল ৭৫৮ হিজরীতে। তাঁর পীর মুর্শিদ তাঁকে খেরকা ও লেবাস মুবারক দান করেছিলেন, তিনি সে সমস্ত গুলিকে এক স্থানে দাফন করে কবর তৈরী দিয়েছিলেন। তিনি ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর মুরিদ খলিফাদের অসিয়ত করেছিলের যে, ঐ কবরে ঐ মোবারক কাপড়ের পার্শে আমাকে দাফন করে দিবে।

মাজার মোবারক ঃ–আয়নায়ে হিন্দের মাজার পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলার সাদুল্লাপুরে অবস্থিত। এখানে প্রতি দিন হাজার হাজার মানুষ জিয়ারতে গমনা-গমন করেন।

ওরস মোবারক ঃ–তাঁর মাজার মরীফে প্রতি বৎসর শাওয়াল চাঁদের ১ম তারিখে অর্থাৎ ঈদের দিন ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়।

(সংগৃহিত–সে মাহি আমজাদী, অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০০৯)

pdf By Syed Mostafa Sakib

গজল

পীরে তরিকত হযরত মাওলানা মহম্মদ আলিমুদ্দিন নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

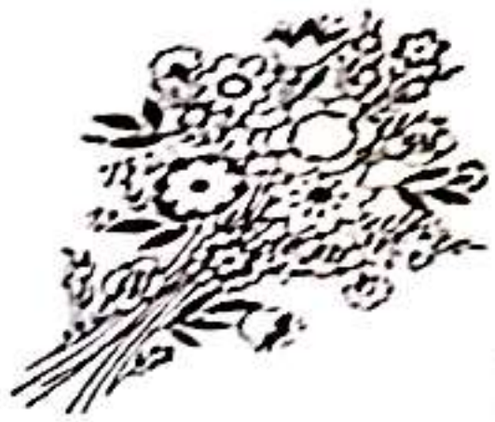

ও মন পথিক রে পথ বেয়ে চল
বেলা বেশী নাই।
সন্ধ্যা হলে আসবে আঁধার
চলা তোমার হবে দায় ॥
.....পথ বেয়ে চল বেলা বেশী নাই।
পথের সন্ধান যারা দিল
তারা সব চলিয়া গেল
সঙ্গে কেহ না রহিল
এখন কি হবে উপায়
.....পথ বেয়ে চল বেলা বেশী নাই।
মায়াবিনীর ফাঁদ পাতিয়ে
স্বার্থ পুরণ করে নিয়ে.
ফেলে যাবে কাফন দিয়ে
নির্জন জাগায় ॥
.....পথ বেয়ে চল বেলা বেশী নাই।
স্ত্রী পুত্র বন্ধু যারা
আপন তোমার নহে তারা
বুঝবে তুমি বিপদ কালে
বুঝবে তুমি ভাই ॥
.....পথ বেয়ে চল বেলা বেশী নাই।
সে দয়াল আছে মনের কোনে
চোখ বুজে খোঁজ নির্জনে
তবে নিবে তোমার বুকে টেনে,
সঙ্গে থাকবে সব সময় ॥
.....পথ বেয়ে চল বেলা বেশী নাই।
পরের দুখে জীবন ভরে
বুক ভাসালে অশ্রু নীড়ে
কাঁদবে খোদার আরশ ধরে,
উম্মতেরই দায় ॥
.....পথ বেয়ে চল বেলা বেশী নাই।
তাঁর ছবি নাও বুকে তুলে,
পর ভেবে তাঁরে রইসনা ভুলে
তবে ঠেকবি না সে বিচার কালে
হিসাবের সময় ॥
.....পথ বেয়ে চল বেলা বেশী নাই।
উম্মতকে সব সঙ্গে নিয়ে
দয়াল সে মিজানের পাশে গিয়ে
পূরণ করবে নিজের নেকী দিয়ে
যদি তোর নেকী কমে যায় ॥
.....পথ বেয়ে চল বেলা বেশী নাই।
পুলসেরাতের কঠিন পুলে
সাধ্য নাই কার পথে চলে,
পার হবি নবীর শাফায়াত হলে
চোখের ইশারয় ॥
.....পথ বেয়ে চল বেলা বেশী নাই।
মুর্শিদ যাহার মনে থাকে
দয়াল সদায় তার বুকে থাকে
তারে দেখা যায় না চামড়ার চোখে
দেলের চোখে দেখা যায় ॥
.....পথ বেয়ে চল বেলা বেশী নাই।

(সংক্ষেপিত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নী কে ?

মাহবুব রেজা, গোপালপুর, নলহাটী, বীরভূম

আল্লাহ তাবারক তায়ালার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। যিনি আল্লাহ তায়ালার নুর থেকে সৃষ্টি তাঁকে সৃষ্টি না করলে আসমান জমীন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মানব, দানব ভূচর, খেচর ইত্যাদি আঠারো হাজার মাখলুকাত সৃষ্টি হতো না। যিনি সৃষ্টির প্রথম। সকল নবীর শেষে দুনিয়াতে আগমন করেছেন। যাঁর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষনা করেছেন। "এবং তিনি (নবী) কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না যা তাঁর প্রতি অবতীর্ন করা হয় তাই বলেন" (২৭ পার সূরা নজম)

সরকারে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তাই শরীয়ত। নবীর মহব্বত ঈমানের মূল। রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন "আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩টি ফিরকা হবে, তার মধ্যে ৭২টি ফিরকা জাহান্নামী, একটি মাত্র ফিরকা নাজী অর্থাৎ জান্নাতী"। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন–ইয়া রাসুলাল্লাহ, কোন দলটি জান্নাতী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–যার উপরে আমি আছি ও আমার সাহাবায়ে কেরাম (মা আনা আলায়হি ওয়া আসহাবি), অন্যত্র বর্ণিত আছে–ওয়া হিয়াল জামায়াত অর্তাৎ ইহা জামাত (বড় দল)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বাহ্যিক জামানা থেকে আজ অবদি যারা হক পন্থি তারাই সাওয়াদে আউমে অর্থাৎ বড় দল। যদিও তাঁরা বর্তমানে সংখ্যলঘুও হন তথাপি তাঁরা বড় জামায়াতের অর্ন্তভূক্ত। এরাই আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত বা সুন্নী।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুলাহি আলায়হিম আজমাইন এর সুন্নাত মান্যকারীদের আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত এবং সংক্ষেপে সুন্নী বলা হয়। রাসুলে করীম ইরশাদ করেছেন–আসহাবী কাননুজুম বিআইহিম ইকতাদাইতহুম ইহতাদাইতুম" অর্থাৎ আমার সাহাবী নক্ষত্রের মত তাদের মধ্যে যারই অনুসরণ করো হেদায়েত পাবে।

এক শ্রেণী লোকেরা "হুব্বে আলী" অর্থাৎ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মহব্বতের দাবী করে। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া হযরত আমর ইবনে আস এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেয়, এরা রাফেজী নামে খ্যাত। অপর পক্ষে শেরে খোদা মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে যারা গালি দেয় তারা খারেজী নামে প্রসিদ্ধ।

আবার কেহ মাজহাবের দাবীদার তাওহীদ এর নামে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তাওহীন (অবমাননা) করে এরা মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নাজদীর অনুসারী, এদেরকে ওহাবী বা নাজদী বলা হয়।

ওহাবীরা বহু শাখা প্রসাখায় বিভক্ত হয়েছে–যেমন দেওবন্দী, তবলিগী, নদবী, আহলে হাদীস, ফারায়েজী, সালাফী, কাদিয়ানী, ইত্যাদি। এ সবই ৭২ ফিরকা অর্থাৎ বাতিল ফিরকার অর্ন্তভূক্ত।

শরীয়তের চারটি মাজহাব–হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বেলী এবং তরীকতের চার বিখ্যাত সিলসিলা–ক্বাদেরীয়া, চিশতীয়া, নকশেবন্দীয়া এবং সোহরাওয়র্দীয়া। এ সবই আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত অর্থাৎ সুন্নী নামে পরিচিত এবং মাসলাকে আলা হযরতের মান্যকারী ও অণুসারী।

আল্লাহু রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে মজহবে মুহজ্জব আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের উপরে কায়েম থাকবার তৌফিক দান করুন। আমিন।

Pdf By Syed Mostafa Sakib

পৃথিবী নয় সূর্য্য ও চন্দ্র ঘোরে

মহম্মদ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

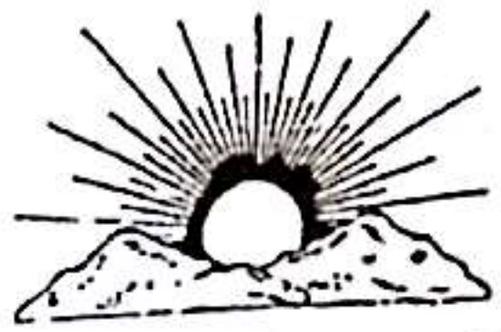

পবিত্র কোরআন আল্লাহর কালাম, আল্লাহর বাণী, ইহা নির্ভুল, নির্ভেজাল, সন্দেহাতীত, চোদ্দশত বৎসর পূর্বে ইহা অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ইহার একটিও শব্দ ভুল বা অসত্য বলে প্রমানিত হয় নাই। ইহার মধ্যে একটিও শব্দের সংযোজন বা বিয়োজন করা হয় নাই। ইহা মহামহিমান্বিত মহাজ্ঞানীর মহাবানী। ইহা জ্ঞানে বিজ্ঞানে দর্শনে আদেশে উপদেশে পরিপূর্ণ মহাসত্য চিরন্তন অবিনশ্বর মহাশ্রেষ্ঠ মহাবাণী।

ইহা শতাব্দীর পুঞ্জিভূত কলুষ কালিমার মহাঔষধ। মানব-দানবের মুক্তি পথের সন্ধান। ইহা সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক তত্ত্বে নিহিত গ্রন্থ। জ্ঞানের পরিসীমা যেখানে শেষ হয়ে যায়, জটীল প্রশ্নের সমাধান যেখানে মিলে না, বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারা যেখানে স্তব্ধ হয়ে যায় সেখানেই প্রয়োজন এই ঐশীবাণীর। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাতিক, পারমাত্মিক প্রভৃতি জটিল প্রশ্নের সমাধানও করেছে এই কোরআন। ইহা ছাড়াও মানব মনের চিন্তাধারার বিকাশ সাধনে অজস্র বৈজ্ঞানিক সুত্র দিয়েছে এই কোরআন। ইহার স্বাক্ষ্য বহন করছে নিম্নোক্ত বাণীতে।

১॥ হিকমতময় (বিজ্ঞানময়) কোরআনের কসম। (সূরা ইয়াসিন, আয়াত-২)

২॥ এ গুলো বাস্তব জ্ঞানে পরিপূর্ণ গ্রন্থের আয়াত (সূরা লোকমান, আয়াত-২)

৩॥ সেই উচ্চ মর্যাদা সম্পূর্ণ কেতাব (কোরআন) কোন সন্দেহের ক্ষেত্র নয়। (সূরা বাকারা, আয়াত-২)

পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ ঃ-

"এবং যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয় তাতে যা আমি স্বীয় (এ খাস) বান্দার উপর অবতীর্ণ করেছি তবে এর অনুরূপ একটা সূরা নিয়ে এস এবং আল্লাহ ব্যতিত নিজেদের সকল সহায়তাকারীকে আহ্বান করো (সাহায্যের জন্য) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

অতঃপর যদি আনয়ন করতে না পারো আর আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে কখনো আনতে পারবে না। (সূরা বাকারা, আয়াত-২৩-২৪) সুতরাং পবিত্র কোরআন আল্লাহর কালাম এবং ইহা চির সত্য।

পবিত্র কোরআনে পৃথিবী নয় সূর্য্য ও চন্দ্র ঘোরে ঃ—

১) সূরা ইয়াসিন, পারা ২৩, আয়াত ৩৮,৩৯,৪০

১) "এবং সূর্য্য তার অবস্থিতি স্থলে চলছে। ইহা পরাক্রান্ত জ্ঞানময়ের নির্দেশ।

২) এবং চাঁদের জন্য আমি মানজিল (তিথি) সমূহ নির্ধারণ করেছি অবশেষে তা পুনরায় (তেমনি) হয়ে গেল যেমন খেজুরের পুরানো শাখা।

৩) সূর্য্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদকে নাগালে পাওয়া এবং না রাতের পক্ষে সম্ভব দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকটা এক এক বৃত্তের (কক্ষের) মধ্যে ঘুরছে।

Pdf By Syed Mostafa Sakib

হাকিমূল উম্মত মুফাসসেরুল কোরআন আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নায়িমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ৩৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় "তাফসীরে নুরুল ইরফান" (বাংলা ২য় খন্ড) ১১৮৩ পৃষ্ঠা ৫৫ নং টিকাতে বর্ণনা করেছেন যে আসমান ও পৃথিবী স্থির রয়েছে। তারকারাজী তাতে সাঁতার কাটছে। আকাশ ও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার পক্ষে কোন প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ নাই। সূর্য ইত্যাদির প্রদক্ষিণও এক নিদৃষ্ট সময় (অর্থাৎ কিয়ামত) পর্যন্ত।

৩৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন (১১৮৪ পৃঃ) চাঁদের ২৮টা তিথি রয়েছে যে গুলো ২৮ রাতে অতিক্রম করে। যদি ৩০ দিনের মাস হয় তবে দুই রাত গোপন থাকেআর যদি ২৯ দিনের মাস হয় তবে এক রাত গোপন থাকে।

৪০ নং আয়াতের ৬২ নং টিকাতে লিখেছেন যে, প্রতিটি নক্ষত্রের কক্ষপথ পৃথক পৃথক। আর ঐ তারা গুলো তাতে তেমনি ভাবে সাঁতার কাটছে যেমন মাছ সমুদ্রে, কিন্তু আসমান নিজে স্থির রয়েছে।

পৃথিবী স্থির ঃ-

২) সূরা ফাতির, পারা ২২ আয়াত ৪১-

"নিশ্চয় আল্লাহ ধরে রেখেছেন আসমান সমূহ এবং জমিনকে (পৃথিবীকে) যাতে নড়াচড়া না করে"।

উক্ত আয়াতের ব্যখ্যায় "তফসীরে নুরুল ইরফান" (বাংলা ২য় খন্ড) ১১৭৪ পৃষ্ঠা ১১৯ নং টিকাতে বর্ণনা করেছেন যে না পৃথিবী ঘুরছে না আসমান। শুধু তারাগুলো এবং চাঁদ এবং সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। স্থানচূতঃ হওয়া মানে নড়াচড়া করা চাই ঐ নড়াচড়া সোজাসুজি হউক কিম্বা বৃত্তাকারে হউক। সুতরাং প্রাচীন দর্শন ও মিথ্যা যা আসমান দক্ষিণ করছে বলে বিশ্বাস করে। আর আধুনিক দর্শন ও মিথ্যা যা পৃথিবী প্রদক্ষিণ কারী বলে মত ব্যক্ত করে।

৩) সূরা রোম, পারা ২১, আয়াত ২৫-

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে তাঁর নির্দেশে আকাশ ও পৃথিবী স্থির রয়েছে।

৪) সূরা আম্বিয়া, পারা ১৭, আয়াত ৩১-

"এবং পৃথিবীতে আমি লঙ্গর ফেলেছি যাতে সেগুলো নিয়ে প্রকম্পিত না হয়"।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় "তফসীরে নুরুল ইরফান" ২য় খন্ড ৮৬১ পৃষ্ঠা (বাংলা) বর্ণিত হয়েছে যে পৃথিবী ঘোরে না কেননা মহান রব পাহাড়গুলোকে নঙ্গর স্বরূপ করেছেন। যেমন লঙ্গর ফেললে জাহাজ আপন স্থান থেকে নড়ে না অনুরূপ ভাবে পৃথিবী এখন নড়াচড়া করে না।

৫) সূরা নাবা, পারা ৩০, আয়াত ৬-৭

" আমি কি পৃথিবীকে বিছানা করি নাই ? এবং পাহাড় গুলোকে পেরেক ?"

সাদরুল আফাযিল মাওলানা সাইয়েদ মহম্মদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তফসীরে "খাযাইনুল ইরফানে" উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, যাতে তোমরা বসবাস করতে পারো এবং তা যেন তোমাদের আবাসস্থল হয়।

যেগুলো দ্বারা পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী স্থির হয়।

৬) সূরা মোমেন, পারা ২৪, আয়াত ৬৪-

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে স্থির করেছেন আর আসমানকে ছাদ"।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় "তফসীরে নুরুল ইরফান" ২য় খন্ড ১২৬৯ পৃষ্ঠা (বাংলা) বলেছেন যে তোমাদের জন্যই তিনি পৃথিবীকে স্থির করে দিয়েছেন যাতে একেবারে নড়াচড়া না করে। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের পৃথিবী প্রদক্ষিণবারী বা ঘুরছে বলে বিশ্বাস করা ভিত্তিহীন।

পবিত্র কোরআনের আয়াতে প্রমাণিত যে, পৃথিবী ও আসমান স্থির কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।

৭) সূরা আম্বিয়া, পারা ১৭, আয়াত ৩৩–

"আর তিনিই হন যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য্য ও চন্দ্র প্রত্যেকটি এক একটি কক্ষপথে বিচরণ করছে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরে নুরুল ইরফানে বলা হয়েছে যে, প্রাচীন দর্শন ও মিথ্যা, আধুনিক দর্শন অর্থাৎ বিজ্ঞানও এ ব্যাপারে মিথ্যার অপলাপ মাত্র।

পবিত্র হাদিসের আলোকে ঃ—

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যাঁর প্রতিটি বাণী বিজ্ঞান সম্মত, নির্ভুল, চিরসত্য সেই মহাবৈজ্ঞানিক হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সূর্য্য ঘোরে এবং পৃথিবী স্থির।

১) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–যখন আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন তা থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করলেন এবং উহার উপর শলাকা স্বরূপ মারলেন। তখন পৃথিবী স্থির হল।

২) হযরত হোজাইফা বিন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আকাশ এবং পৃথিবীকে স্থির করে রেখেছেন যাতে নড়াচড়া না করে। (জামিউল হাদীস ৪র্থ খন্ড ৬৭২ পৃষ্ঠা)

৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে স্থির রেখেছেন। যাতে নড়াচড়া না করে। (জামিউল হাদীস ৪র্থ খন্ড ৬৭১ পৃষ্ঠা)

৪) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বলেন, পৃথিবী সৃষ্টি করার পর তার স্থিরতা বজায় রাখার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে পাহাড় সমূহকে সৃষ্টি করেছেন তার সংখ্যা ১৭ (সতেরো) দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে পাহাড়ের সংখ্যা ৪৪১টি। (তফসীরে জালালাইন ৩৪৬ পৃষ্ঠা, টিকা নং ১৬, নুজহাতুল মাজলিস পৃষ্ঠা ৯০)

পৃথিবীতে মোট পাহাড়ের সংখ্যা ৬৬৭৩ টি (তফসীরে নায়িমী ৩য় খন্ড ৯০ পৃষ্ঠা)

উলামায়ে আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের দৃষ্টিতে ঃ—

ঊনবিংশ শতাব্দির মহান চিন্তাবিদ,মহাসংস্কারক, ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডনকারী হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাজেলে বেরলবী ১৩৩৯ হিজরীতে লাহোর হতে মৌলবী হাকিম আলী সাহেব পৃথিবী ঘুরছে তার সমর্থণে যে পত্র পেরণ করেন তার উত্তরে "নুজুলে আয়াতে ফোরকান বেসুকুনে জমিন ও আসমান" নামক একখানি পুস্তক কোরআন হাদীস, তফসীর এর উদ্ধৃতি সহকারে রচনা করেন। তার মধ্যে তিনি স্পষ্ট ভাবে ঘোষনা করেছেন যে, ইসলামী দৃষ্টিতে পৃথিবী, আকাশ স্থির এবং তারকারাজী চলছে। (ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ১২ খন্ড ২৭৩–২৮৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

.ইহা ছাড়াও একটি সতন্ত্র পুস্তক "ফৌজে মোবিন দর রাদ্দে হারকাতে জমিন" লিখে ১০৫টি প্রমাণ দ্বারা পুরাতন ও আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের খন্ডন করে প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবী স্থির।

ফকিহুল হিন্দ শারহে বোখারী হযরত আল্লামা মুফতী শরিফুল হক আমজাদী আলায়হির রহমা "ইসলাম আউর চান্দ কা সফর" নামক পুস্তকের ৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন, পৃথিবী স্থির। ইহা কোনরূপ নড়াচড়া করে না এবং চন্দ্র সূর্য ঘুরছে।

বাহারুল উলুম হযরত আল্লামা মুফতী আব্দুল মান্নান সাহেব আজমী শায়খুল হাদীস, শামশুল উলুম (ঘুসী, ইউ,পি) "ফাতাওয়ায়ে বাহারুল উলুম" ৬ষ্ঠ খন্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন–বিজ্ঞানের মতবাদ যে পৃথিবী ঘুরছে ইহা ভুল ইহা সঠিক নয়। সূরা ফাতির ৪১ নং আয়াতে বর্নিত হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ স্থির। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী ও আকাশকে স্থির রেখেছেন। কিন্তু সূর্য, চন্দ্র ও তারকাগুলি নিজ কক্ষপথে ঘুরছে।

মহম্মদ নুরুল ইসলাম তার "পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে" গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, পৃথিবী ও আসমান স্থির কিন্তু সূর্য ও চন্দ্র নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। তিনি তাঁর পুস্তকের প্রথমেই চ্যালেঞ্জ করেছেন, কোরআন, হাদীস, অথবা বেদ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হতে একটি বাক্য পৃথিবী সূর্যের চতূর্দিকে ঘোরে বা দুটি শব্দ "পৃথিবী ঘোরে" দেখাতে পারলে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দিব।

----------চলবে আগামী সংখ্যায়----------

খবরা খবর

মৃত্যুর ৪০ বছর পরেও কবরের লাশ সহি সালামত

খবরা খবর

মহারাষ্ট্রের নান্দিটর জেলার অন্তর্গত ধামান গ্রামের এক কবর স্থানে একজন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার জন্য কবর খনন করার সময় প্রায় ৪০ বছরের পুরাতন কবরে একটি লাশ কে কাফন সহিত সালামত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এ দৃশ্য মাদ্রাসায়ে গুলশানে রেজার কিছু ব্যক্তি ও পার্শ্ববর্তী প্রায় ১৫০০ জন ব্যক্তি স্ব-চক্ষে দর্শন করেন। এ সংবাদ মারাঠী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ১৬ই এপ্রিল ২০১০ রোজ শুক্রবার এই আশ্চর্য ঘটনা টি সংঘঠিত হয়। (সে, মাহী আমজাদিয়া, ঘুসি ইউপি, জুলায় হতে ডিসেম্বর ২০১০)

৯২তম ওরসে রেজবী

জানুয়ারী ২৯,৩০,৩১ তারিখ ২০১১ খ্রীষ্টাব্দ মোতাবেক ২৩, ২৪,২৫শে সফর ১৪৩২ হিজরী উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহর জাসুলী সওদাগরা মহল্লায় আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ওলিয়ে কামেল আহমদ রেজা মহাদ্দীসে বেরলবী আলায়হির রহমার পবিত্র ৯২তম ওরস পালিত হয়। এই পবিত্র ওরস মোবারকে ভারতবর্ষ ছাড়া আফ্রিকা, হল্যান্ড, ইংলণ্ড, থাইল্যাণ্ড, মরিশাস, ইন্দ্রোনেশিয়া, মিশর, জর্ডন, বাংলাদেশ, পাকিস্থান, আরব, আমেরিকা তথা প্রথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে ভক্তগণ যোগদান করেন। এত লোকের সমাগম হয় যে, বেরেলী শহর জনসমুদ্রে পরিণত হয়। কোথাও তিল পরিমানেও জায়গা ফাঁকা ছিল না। তাওসিফে মিল্লাত খাতিবে আযমে হিন্দ হুজুর তাওসিফ রেজা খান বলেন যে, এরকম জনসমুদ্র মুফতী আযম হিন্দের (আলায়হির রাহমা) জানাজায় হয়েছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিভিন্ন প্রান্তের ও বিভিন্ন দেশের আলিম ও বোর্জগানে দ্বীন ও চিন্তাবীদগণ আলা হযরত আলায়হির রহমার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। "দৈনিক হিন্দুস্থান" ২৯শে জানুয়ারী আলা হযরত সমন্ধে মন্তব্য করেন–আলা হযরত ফাজিলে বেরলবী কে ইলমের খাজানা ও সমুদ্র এই জন্যই বলা হয় না বরং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানে প্রভাবিত হয়ে ভারত ও আরবের বিখ্যাত উলামাগণ তাঁকে ইসলামী দুনিয়ার জ্ঞানের সাগর এবং সুন্নীয়াতের স্তম্ভ হিসাবে স্বীকার করেছেন। তিনি ৬৫ বছরের জীবনে প্রায় ১৩০০ পুস্তক প্রণয়ন করে নিয়েছেন। তার মধ্যে কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ অনুবাদ "কানজুল ঈমান" ও ইনসাইক্লোপিডিয়া কেতাব ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। পত্রিকা আমর উজালা ২৯শে জানুয়ারী আলা হযরত সমন্ধে আলোচনা করেছেন যে, আলা হযরত ইলমের অর্থাৎ জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। আলা হযরতের ইলমে লাদুন্নী অর্থাৎ খোদা প্রদত্ব জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। তিনি কোন স্কুল কলেজে লেখা পড়া করেন নাই তবুও তিনি প্রায় ৫৪ প্রকার বিষয় জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তিনি দর্শন, রসায়ন, ভৌত বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে ও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। গণিত শাস্ত্রে তিনি নতুন নতুন সুত্রও আবিস্কার করেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আলা হযরত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিউটন ও আইনস্টাইনের থিওরীর খন্ডন করে নিজ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। প্রসিদ্ধ গণিত বিশেষজ্ঞ আলিগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর স্যার জিয়াউদ্দিন আলা হযরতকে দেশের মহা গণিত বিষেশজ্ঞ হিসাবে গন্য করেন এবং নবেল পুরস্কার পাওয়ার হকদার মনে করেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর দেশ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষনা করা হচ্ছে এবং লিখিত পুস্তকের অনুবাদ দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা করতেছে। আলা হযরত বেরেলী শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বেরেলীতেই তাঁর মাজার শরীফ এবং এই বেরেলী শহর হতেই সমগ্র বিশ্বের সুন্নী মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানকে রক্ষা করেছেন। তাই তাঁর মান্যকারীদের বেরেলবী বলা হয়। তিনি কোন নতুন মত বা আকিদা বা বিধান প্রচলন করেন নাই বরং তিনি তথ্য সহকারে ইসলামের মৌলিক নীতি আদর্শ আকীদাবলী পৃথিবী বাসীর নিকট উপস্থিত করেন। তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্যই ছিল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তাঁর বিধানের তাবেদারী করা এবং হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহব্বৎ করা।

উক্ত ওরস মোবারকে লক্ষাধিক ভক্তগণ চাঁদর ও ফুল ছড়িয়েছেন। সনিয়া গান্ধীর পক্ষ থেকে দিগ্বিজয় সিং চাঁদর নিয়ে এসেছিলেন।

এই পবিত্র ওরস মোবারক গদ্দিনাসীন শাহজাদায়ে রাইহানে মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা সুবহান রেজা খান এর তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। আপনি সুন্নী ! আলা হযরতকে জানেন না ! আশ্চর্য !

দেওবন্দ মাদ্রাসায় তালা

দারুল উলুম দেওবন্দের সেক্রেটারী মাওলানা গোলা মহম্মদ আস্তানবী ১২ই অক্টোবর মহারাষ্ট্রের একটি ঈদ মিলনের সভাতে উপস্থিত হয় এবং সেখানে মূর্তি বণ্টন করে নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করে এই জন্য দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্রগণ মাদ্রাসায় তালা বন্ধ করে হরতাল আরম্ভ করে। তার অপসারণের দাবী জানায় এবং তাকে ঘরে বন্দি করে রাখে।

(আখবারে মাশরীখ (উর্দু) ২৪শে জানুয়ারী ২০১১)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উল্লিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে—

১) মাদ্রাসা নায়িমিয়া রেজভীয়া, দিয়াড় জালিবাগিচা, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
২) সুলতানপুর মালীপুর মাদ্রাসা–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।
৩) নুরী বুক ডিপো–গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৪) দারুল উলুম আলিমিয়া–পোঃ ইকড়া, সিউড়ি, বীরভুম।
৫) মুফতী বুক হাউস–ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৬) রেজা লাইব্রেরী–নজরুল পল্লী, নলহাটি, বীরভুম।
৭) মাদ্রাসা ফায়জানে আলা হযরত, জসইতলা, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
৮) এম, এ, বুক ডিপো, রামপুরহাট বাসষ্টপেজ, বীরভূম।
৯) সাঈদ বুক ডিপো–নিউ মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা।
১০) হাফিজ লাইব্রেরী–বর্ণালী বাজার (চামড়ার গুদাম) ভগবানগোলা, মুর্শিঃ
১১) মাদ্রাসা জামেয়া রাজাকিয়া কালিমিয়া–(মোজওয়াজা আরবী ইউনিভারসিটি) সাইদাপুর,
১২) মাদ্রাসা আশরাফিয়া রেজবীয়া–মুন্সিপাড়া, নলহাটী, বীরভুম।
১৩) মাদ্রাসা ফোরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া–নশীপুর বালাগাছি
১৪) মাদ্রাসায়ে রেজবীয়া দারুল ইমান–নবকান্তপুর, মুর্শিদাবাদ
১৫) মাওলানা মেহের আলী–জিবন্তী বাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
১৬) ক্বারী আবুল কালাম–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১৭) মাওলানা আলমগীর হোসাইন–গোয়াস, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ
১৮) মাওলানা নুরুল ইসলাম–(মাদ্রাসা নুরিয়া) বাবলাবোনা, ডোমকল
১৯) মুফতী নিয়াজ আহমদ, (হরিবাটি মাদ্রাসা) কুলী, মুর্শিদাবাদ
২০) মাখদুমনগর, মহম্মদ বাজার, বীরভূম, মোঃ মুনসুর আলী
২১) মাদ্রাসা নাসিরুদ্দিন আউলিয়া, পোনকামরা, দক্ষিন ২৪ পরগনা।
২২) মাষ্টার লুৎফার রহমান, বসন্তপুর,বর্ধমান
২৩) মুফতী রেজাউল হক, বোলপুর, বীরভূম।
২৪) মাওলানা শামিমউদ্দিন, ষ্টেশন রোড, সিউড়ি, বীরভূম।

আসুন আলাপ করি ফোনে—৯৭৩৩৫২৭৫২৬

বাংলা ইসলামী বইপত্র, গজল, কবিতার বই, পত্রিকা ইত্যাদি ছাপতে

বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস ও রঞ্জু কম্পিউটার্স

অফসেট প্রিন্ট

রঙিন ও সাদাকালো

স্ক্রীণ ও লেটার প্রিন্ট

প্রোঃ- মোঃ মিজানুল হক

নশীপুর মসজিদের পাশে, রানীতলা, মুর্শিদাবাদ

SUNNI JAGAT QUARTERLY

No. RNI/Cal/77/2004-(W.B.) 946

Vol-6, ISUE No -1 * Feb -2011

Editor- Md. Badrul Islam Muzaddadi

P.o.-Nashipur Balagachi, P.s.-Ranitala, Dist.- Murshidabad

RS.- 15.00 Only

সুন্নী জগৎ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

ধর্মীয় সমাজ সংস্কার মূলক রুচিশীল লেখা সুন্নী জগৎ পত্রিকায় স্থান পাবে।

লেখা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১২/- টাকা (বারো টাকা)।

বাৎসরীক সডাক ৫০/- টাকা (পঞ্চাশ টাকা)।

টাকা, লেখা পাঠানো, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

সম্পাদক–সুন্নী জগৎ পত্রিকা

পোঃ–নশীপুর বালাগাছি ✦ থানা–ভগবানগোলা ✦ জেলা–মুর্শিদাবাদ

পিন নং–৭৪২১৬৯, ফোন নং–৯৬৭৯৪৮৮৮০২

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহণীয়

Printed, Published and Owned by Md.Badrul Islam Muzaddadi

Printed by-Bulbul Printing Press, Nashipur

Published at Nashipur Balagachi, P.s.-Bhagwangola, Dist.Murshidabad

Editor- Md.Badrul Islam Muzaddadi

pdf By Syed Mostafa Sakib